দ্বি-মাসিক

সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

২২তম সংখ্যা
মার্চ-এপ্রিল
২০১৭

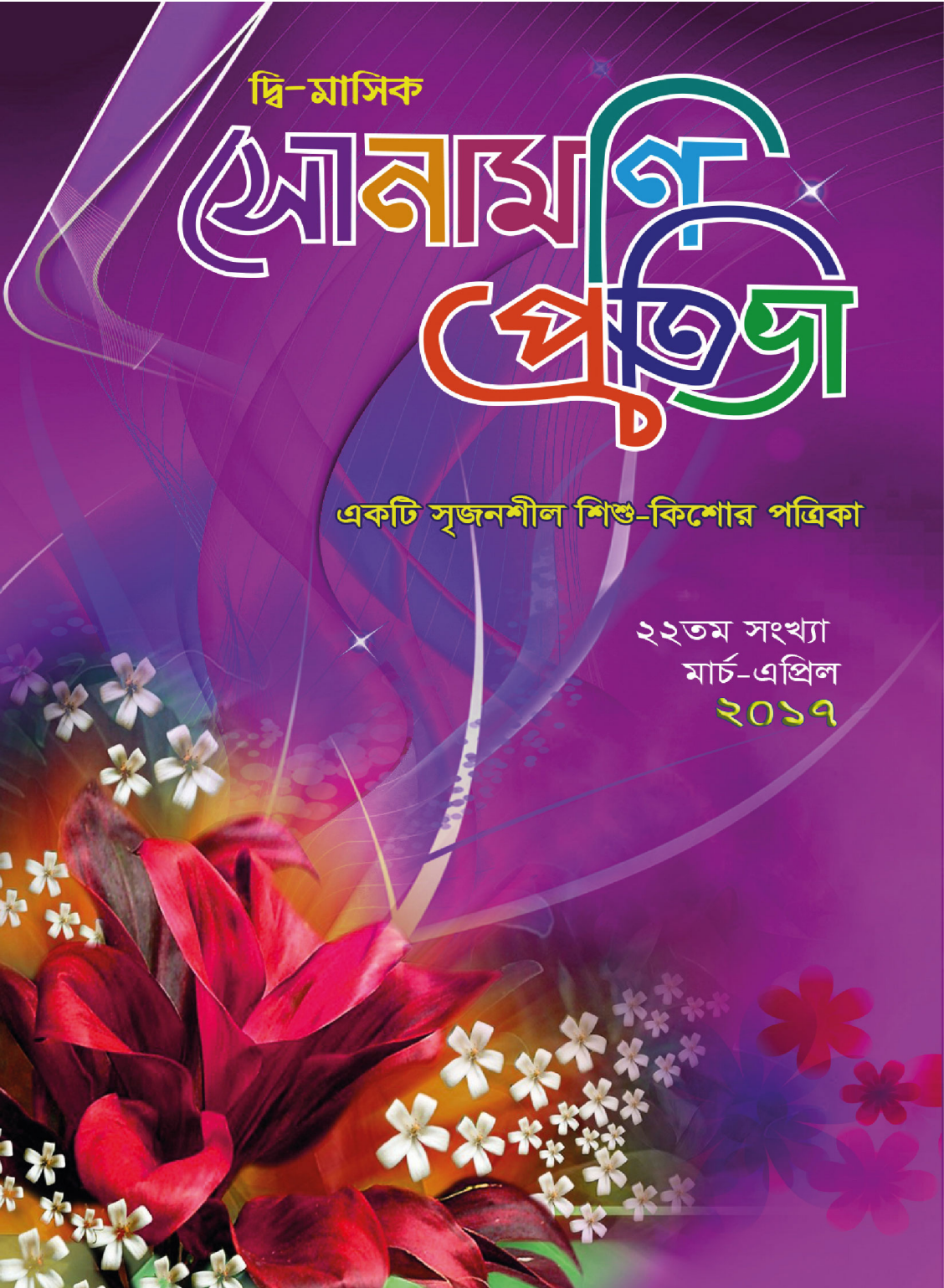

Contents

২২তম সংখ্যা
মার্চ-এপ্রিল
২০১৭

بسم الله الرحمن الرحيم

দ্বি-মাসিক

সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

♦ **উপদেষ্টা সম্পাদক**
অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম
♦ **সম্পাদক**
মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
♦ **নির্বাহী সম্পাদক**
রবীউল ইসলাম
♦ **প্রচ্ছদ ডিজাইন**
মুহাম্মাদ নাহীদ হাসান

সার্বিক যোগাযোগ
সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা),
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
সম্পাদক : ০১৭২৬-৩২৫০২৯
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪
সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

মূল্য : ১০ (দশ) টাকা মাত্র।

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন), নওদাপাড়া মাদরাসা, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস রাজশাহী থেকে মুদ্রিত

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- কুরআনের আলো ০৪
- হাদীছের আলো ০৫
- প্রবন্ধ ০৬
- হাদীছের গল্প ২১
- এসো দো'আ শিখি ২৫
- গল্পে জাগে প্রতিভা ২৮
- কবিতাগুচ্ছ ২৯
- একটুখানি হাসি ৩২
- সোনামণিদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ৩৩
- আমার দেশ ৩৩
- বহুমুখী জ্ঞানের আসর ৩৪
- রহস্যময় পৃথিবী ৩৮
- সাহিত্যাঙ্গন ৪০
- দেশ পরিচিতি ৪১
- যেলা পরিচিতি ৪১
- আন্তর্জাতিক পাতা ৪১
- সংগঠন পরিক্রমা ৪২
- প্রাথমিক চিকিৎসা ৪৪
- ভাষা শিক্ষা ৪৭
- কুইজ ৪৭
- ম্যাজিক ওয়ার্ড ৪৮

সম্পাদকীয়

২৭তম তাবলীগী ইজতেমা

তাবলীগ অর্থ পৌঁছে দেওয়া, প্রচার করা ও ইজতেমা অর্থ সম্মেলন, সমাবেশ, বৈঠক, একত্রিত হওয়া ইত্যাদি। 'তাবলীগী ইজতেমা' অর্থ দা'ওয়াতী সমাবেশ। মহান আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রদর্শিত পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান ইসলামকে যথাযথভাবে মানবজাতির সম্মুখে তুলে ধরাই হ'ল তাবলীগী ইজতেমার মূল উদ্দেশ্য। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে রাসূল! তুমি পৌঁছে দাও যা তোমার রবের পক্ষ হ'তে তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে। যদি পৌঁছে না দাও তবে তুমি তোমার রিসালাতের দায়িত্ব পালন করলে না। আল্লাহ তোমাকে মানুষের দুষ্কৃতি থেকে রক্ষা করবেন' *(মায়েদাহ ৫/৬৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে ছাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বলেন, 'উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে (এই দাওয়াত) পৌঁছে দেয়। হ'তে পারে উপস্থিত ব্যক্তি থেকে অনুপস্থিত ব্যক্তি অধিক সংরক্ষণকারী' *(বুখারী হা/৬৭)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'একটি আয়াত হ'লেও তা আমার পক্ষ থেকে তোমরা মানুষের নিকট পৌঁছে দাও' *(বুখারী হা/৩৪৬১; মিশকাত হা/১৯৮)*।

ইসলামকে খণ্ডিত রূপে পৌঁছে দেওয়ার অর্থ প্রকৃত তাবলীগ নয়। অজানা অচেনা মুরব্বী ও বুযর্গদের নামে ভিত্তিহীন অলৌকিক কেরামতির গাল-গল্প, মাসায়েল বাদ দিয়ে শুধু ফাযায়েল-এর লোভ দেখানো, রাসূল (ছাঃ)-এর নামে মিথ্যা জাল ও যঈফ হাদীছের প্রচার, দ্বীনের নামে মুসলমানকে দুনিয়াবী জীবনের আলোচনা থেকে দূরে রাখা, অসংখ্য ফযীলতের জাল ফেলে বুদ্ধিমান লোকগুলিকে হতবুদ্ধি করে দেওয়া... সবশেষে 'আখেরী মোনাজাতের' করুণ দৃশ্যের অবতারণা করে লাখো মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগানোর সূক্ষ্ম কৌশল কখনই প্রকৃত ইসলামের তাবলীগ নয়। বিদায় হজ্জে উপস্থিত লাখো মুসলিমকে নিয়ে যে রাসূল (ছাঃ) 'আখেরী মোনাজাত' করলেন না, যে কাজ তাঁর জীবনসাথী খলীফাগণ করলেন না, সেই কাজ আমরা করছি বাংলাদেশের একটি বিশেষ স্থানে হজ্জের পরের মর্যাদা দিয়ে *(দিগদর্শন-১, পৃঃ ৫৬-৫৭)*।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কর্তৃক পরিচালিত রাজশাহীর নওদাপাড়ায় নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমায় মানুষকে সার্বিক জীবনে শয়তানের দাসত্ব ছেড়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মাধ্যমে আল্লাহ্র দাসত্ব করার আহ্বান জানানো হয়। যাতে মানুষ রাজনীতি ও অর্থনীতির নামে আল্লাহ্র গোলামী বাদ দিয়ে মানুষের গোলামী না করে। ধর্মের নামে মৃত মানুষের পূজা না করে এবং নিজেদের মনগড়া আমলের অনুসারী না হয়। এই ইজতেমায় জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে থাকা এবং জান্নাতের অফুরন্ত সুখ লাভের প্রতি জনগণকে আহ্বান জানানো হয় 'আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি'। নেতাদের প্রতি আবেদন করা হয় 'সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর'।

উপরোক্ত দাওয়াত জান্নাত পিয়াসী মুমিনের হৃদয় তন্ত্রীতে আঘাত হানে। ফলে চেনা-অচেনা অনেক মানুষ তাদের পিতৃপুরুষদের নিকট থেকে পাওয়া শিরক, বিদ'আত, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার থেকে মুখ ফিরিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সার্বিক জীবন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। জান্নাত থেকে নেমে আসা বনু আদম জান্নাতের পথের সন্ধান পেয়ে সে দিকে ছুটে আসে।

এই দা'ওয়াতী কার্যক্রমকে সহযোগিতা করা অফুরন্ত ছওয়াব অর্জনের মাধ্যম। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, কেউ যদি কোন সৎ কাজের পথনির্দেশ দেয়, সে ঐ সৎ কাজ সম্পাদনকারীর সমতুল্য ছওয়াব পাবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৯)*। তিনি আরো বলেন, 'যদি তোমার দা'ওয়াতের মাধ্যমে একজন লোককেও আল্লাহ সুপথ প্রদর্শন করেন, তবে সেটা তোমার জন্য সর্বোত্তম লাল উট কুরবানীর চাইতে উত্তম হবে' *(বুখারী হা/৩০০৯, মিশকাত হা/৬০৮০)*।

তাই সোনামণিরা! সার্বিক জীবনে অহি-র বিধান মেনে জান্নাত পেতে হ'লে যাবতীয় হুজুগ ও প্রলোভন থেকে মুখ ফিরিয়ে এই তাবলীগী ইজতেমাকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা কর। আল্লাহ আমাদেরকে ও আমাদের প্রাণপ্রিয় সোনামণিদেরকে খালেছ অন্তরে তাঁর পথে সহযোগিতার তাওফীক দান করুন- আমীন!

কুরআনের আলো

হালাল রূযী

(১) يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

(১) 'হে মানব জাতি! তোমরা পৃথিবী থেকে হালাল ও পবিত্র বস্তু ভক্ষণ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' *(বাক্বারাহ ২/১৬৮)*।

(২) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

(২) 'হে বিশ্বাসীগণ! আমরা তোমাদের যে রূযী দান করেছি, সেখান থেকে পবিত্র বস্তুসমূহ ভক্ষণ কর। আর আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা কেবল তাঁরই দাসত্ব করে থাক' *(বাক্বারাহ ২/১৭২)*।

(৩) يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

(৩) 'হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হ'তে আহার কর এবং সৎকর্ম কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর, সব বিষয়ে আমি অবগত' *(মুমিনূন ২৩/৫১)*।

(৪) وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

(৪) 'আর আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন ও সূদকে হারাম করেছেন' *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*।

(৫) فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

(৫) 'অতএব আল্লাহ তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছেন তার মধ্যে বৈধ ও পবিত্র খাদ্য তোমরা ভক্ষণ কর এবং আল্লাহ্র নে'মতের শুকরিয়া আদায় কর, যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদতকারী হয়ে থাক' *(নাহল ১৬/১১৪)*।

(৬) فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

(৬) 'সুতরাং যুদ্ধে তোমরা যা কিছু গণীমত রূপে লাভ করেছ, তা হালাল ও পবিত্র হিসাবে ভক্ষণ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(আনফাল ৮/৬৯)*।

(৭) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ - وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

(৭) 'হে মুমিনগণ! তোমরা পবিত্র বস্তুসমূহকে হারাম করো না, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন এবং এ ব্যাপারে সীমালংঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের ভালবাসেন না। আল্লাহ তোমাদেরকে যেসব হালাল ও পবিত্র রূযী দান করেছেন, সেখান থেকে তোমরা ভক্ষণ করো এবং আল্লাহকে ভয় কর, যার প্রতি তোমরা ঈমান এনেছে' *(মায়েদাহ ২/৮৬-৮৭)*।

হাদীছের আলো

হালাল রূযী

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لاَ يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلاَلِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ

(১) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মানুষের সম্মুখে এমন এক যুগ আসবে যে, কেউ পরওয়া করবে না কি উপায়ে মাল লাভ করল; হারাম না হালাল উপায়ে' *(বুখারী, মিশকাত হা/২৭৬১)*।

(২) عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِحَرَامٍ-

(২) আবু বকর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে দেহ হারাম দ্বারা প্রতিপালিত, তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২৭৮৭)*।

(৩) عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا-

(৩) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) রাস্তায় পড়ে থাকা একটি খেজুরের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, 'ছাদাক্বার খেজুর বলে যদি আমার সন্দেহ না হ'ত, অবশ্যই আমি তা খেতাম' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮২১)*।

(৪) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) وَقَالَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ-

(৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র ছাড়া গ্রহণ করেন না। (এবং সর্বক্ষেত্রে পাক-পবিত্রতার আদেশই তিনি করেছেন। সেই সম্পর্কে) আল্লাহ রাসূলগণকে যে আদেশ করছেন, মুমিনগণকেও সেই আদেশই করেছেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) উল্লেখ করলেন, এক ব্যক্তি দূর-দূরান্তের সফর করছে। তার মাথার চুল এলোমেলো, শরীরে ধূলা-বালি। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তি উভয় হস্ত আসমানের দিকে উঠিয়ে কাতর স্বরে হে প্রভু! হে প্রভু! বলে ডাকছে। কিন্তু তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোশাক হারাম, তার জীবিকা নির্বাহ হারাম, কিভাবে তার দো'আ কবুল করা হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০)*।

প্রবন্ধ

শিশুর জন্ম পরবর্তী করণীয়

আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২য় বর্ষ, দাওয়াহ এ্যাণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

সন্তানকে মায়ের বুকের শালদুধ দেয়া :

নবজাতকের জন্মের পর তার উপযোগী প্রথম খাবার হ'ল মায়ের বুকের শালদুধ যা গর্ভকালীন ৬/৭ মাসের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা দিয়ে থাকেন। শালদুধ স্বল্প পরিমাণে হলদে বর্ণের। এ তরল দুধটুকুই শিশুর প্রথম জীবনের চাহিদা মেটাতে যথেষ্ট। শালদুধকে আল্লাহ তা'আলা মায়ের স্বাভাবিক দুধের চেয়ে অধিক আমিষ এবং ভিটামিন-এ দিয়ে নবজাতকের প্রথম সঠিক ও সুষম খাদ্য হিসাবে সৃষ্টি করে থাকেন। জন্মের পর খাদ্য হিসাবে শিশুর যা যা দরকার তার সকল উপাদান শালদুধে বিদ্যমান। শালদুধের পর যে দুধ বুকে আসে তার তুলনায় শালদুধে অনেক বেশী রোগ প্রতিরোধক উপাদান ও শ্বেতকণিকা থাকে, যা শিশুকে বিভিন্ন রোগজীবাণু হ'তে রক্ষা করে। সুতরাং শালদুধ হচ্ছে শিশুর প্রথম টিকা *(আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে গর্ভবতী মা ও শিশুর পরিচর্যা পৃঃ ৮৮)*।

মায়ের দুধপানে শিশুর উপকার :

(ক) শিশুর জীবন গঠনের সকল উপাদানই মায়ের দুধে বিদ্যমান। (খ) জন্মের পর মায়ের দুধ দিয়েই শিশুর ক্ষুধা ও তৃষ্ণা মিটে যায়। (গ) মায়ের প্রথম দুধে পানি বেশী থাকে, চর্বি জাতীয় পদার্থ কম থাকে। প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ সহজেই পূরণ হয়। (ঘ) মায়ের দুধ জীবাণুমুক্ত। জীবাণু ধ্বংকারী ল্যাকটোস্ফেরিন, রঈসেজাইম মায়ের দুধে বিদ্যমান। (ঙ) ল্যাকপ্রোজামক এমন একটি পদার্থ যা দুধ ব্যতীত পৃথিবীর কোন খাদ্যে নেই। (চ) মায়ের দুধে প্রথমে যে রোগ প্রতিরোধকারী দ্রব্য থাকে তার নাম ইম্যনো গ্লোবিইলিন। জন্মের পর হলুদ দুধের ৯৭% রোগ প্রতিরোধকারী ইম্যনো গ্লোবিইলিন। (ছ) মায়ের দুধে যেসব উপকারী দ্রব্য আছে তার মধ্যে অন্যতম পানি, আমিষ, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফ্লোরাইড, ভিটামিন, এ্যামাইনো এ্যসিড, হিস্টিডিন, লিউসিন ও ফ্রিওনিন ইত্যাদি পদার্থ। (জ) শিশুর স্বাস্থ্য পুষ্টি ও নিরাপত্তা বিধান করে মায়ের দুধ। (ঝ) মায়ের দুধ শিশুদের বুদ্ধিমত্তা ও শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা বাড়ায়। (ঞ) মায়ের দুধ পানকারী শিশুদের সাধারণত ডায়রিয়া ও চর্মরোগ হয় না।

দুধপান করালে মায়ের উপকার :

গর্ভধারণ সময়ের চর্বি সহজে নিঃশেষ হয়ে যায়। ফলে সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। তল পেটের থলথলে ভাব সহজেই চলে যায়। মায়ের অসুস্থ শরীর দ্রুত সুস্থ হয়ে যায়। মায়ের স্তন ক্যান্সারের সম্ভাবনা হ্রাস

পায়। তাদের জরায়ু দ্রুত পূর্বাবস্থায় ফিরে যায় *(মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, সোনামণিদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা পৃঃ ১২, মাসিক আত-তাহরীক ডিসেম্বর ২০০১)*।

শিশুর মৃত্যু ঝুঁকি কমাতে :

সন্তানকে বুকের দুধ পান করিয়ে নারীরা স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি অনেকাংশেই কমাতে পারে। আবার এর মাধ্যমে নবজাতক শিশু সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ থেকে সুরক্ষা পায়। বিভিন্ন গবেষণার তথ্যানুযায়ী জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে শালদুধ পান করালে নবজাতকের মৃত্যুর হার ৩১% কমে যায়। ৬ মাস পর্যন্ত মায়ের দুধ খাওয়ালে শিশুর মৃত্যু ঝুঁকি কমে আরো ১৩% *(দৈনিক সকালের খবর, তারিখ ০১.০৮.২০১৫)*।

দুধ পানের সময় সীমা :

শিশু তার মাতার দুধ পান করবে এটা তার অধিকার। দুধ পানের সময় নিয়ে দু'টি মত পাওয়া যায়। (১) ইমাম শাফেঈ (রহঃ) সহ অন্যান ইমামরা দুধ পানের সময়সীমা ২ বছর বলে মত প্রকাশ করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ 'আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতার ব্যাপারে নছীহত করেছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে গর্ভেধারণ করেছে। আর তাকে দুধ ছাড়াতে দু' বছর লেগেছে' *(লোকমান ৩১/১৪)*। (২) ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম যুফারের মতে দুধ পানের সময় সীমা আড়াই বছর বা ৩০ মাস। যেমন আল্লাহ বলেন, وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا 'তার গর্ভ ও দুধ পান করানোর সময়কাল ত্রিশ মাস' *(আহক্বাফ ৪৬/১৫)*।

সন্তানকে দুধ পান করানোর সময় সাধারণতঃ দু'বছর। তবে দু'বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও দুধ পান করালে কোন দোষ নেই। কারণ দু'বছর দুধ পান করানোর সময় সীমা নির্ধারণের উদ্দেশ্য হ'ল, দু'বছর পর যদি কোন বাচ্চা অন্য কোন মহিলার দুধ পান করে তাহ'লে ঐ বাচ্চা তার দুধ সন্তান হিসাবে গণ্য হবে না *(মসিক আত-তাহরীক ডিসেম্বর '০১ প্রশ্ন ২৮/৯৮)*।

নির্ধারিত সময়ের পূর্বে দুধ ছাড়ানো :

কুরআনের নির্ধারিত সময়সীমা অর্থাৎ দু' বছর পূর্ণ হওয়ার আগে কেউ চাইলে দুধ ছাড়িয়ে নিতে পারে। তবে এ মর্মে শর্ত থাকবে যে, এতে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ঐক্যমত পোষণ করতে হবে।

আল্লাহ বলেন,

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

'তারপর যদি পিতা-মাতা ইচ্ছা করে, তাহ'লে দু'বছরের ভিতরেই নিজেদের পারস্পরিক পরামর্শক্রমে দুধ ছাড়িয়ে দিতে পারে, তাতে তাদের কোন পাপ নেই' *(বাক্বারাহ ২/২৩৩)*।

আযান দেওয়া :

সদ্য ভূমিষ্ট সন্তানের ডান কানে আযান ও বাম কানে ইক্বামত শুনানোর হাদীছটি মওযূ' বা জাল *(মুসনাদে আবী ইয়া'লা, সিলসিলা যঈফাহ হা/৩২১)*। এক্ষণে 'কেবল আযান দেওয়া' সম্পর্কিত হাদীছটি শায়খ আলবানী (রহঃ) ইতিপূর্বে 'হাসান' *(আবুদাঊদ হা/৫১০৫, ইরওয়া হা/১১৭৩)*। হিসাবে গণ্য করলেও পরবর্তীতে তিনি এটিকে 'যঈফ' হিসাবে উল্লেখ করে বলেন, আমি ইতিপূর্বে আবু রাফে' বর্ণিত এ হাদীছটি 'হাসান' বললেও এখন আমার নিকটে বর্ণনাটি যঈফ হিসাবে স্পষ্ট হয়েছে *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৬১২১)*। তিনি বলেন,...অতএব আমি সদ্য ভূমিষ্ট সন্তানের কানে আযান দেওয়ার বিধান সম্পর্কে আমার পূর্ববর্তী বক্তব্য থেকে ফিরে আসলাম *(আলবানী, সিলসিলাতুল হুদা ওয়ান নূর, ওডিও ক্লিপ নং ৬২৩)*। এ ব্যাপারে অপর মুহাক্কিক শু'আইব আরনাউত্বও ঐক্যমত পোষণ করেছেন *(তাহক্বীক মুসনাদে আহমাদ হা/২৭২৩০)*। অতএব 'যঈফ' হিসাবে প্রমাণিত হওয়ার পর আযান দেওয়ার বিষয়টি আর আমলযোগ্য থাকে না (*মাসিক আত-তাহরীক, ১৮তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, এপ্রিল '১৫ পৃঃ ৭৩*)।

তাহনীক :

সদ্য নবজাতক শিশুকে তাহনীক করা সুন্নাত । তাহনীক হ'ল কোন আলেম বা পরহেযগার ব্যক্তির নিকট থেকে খেজুর চিবিয়ে অথবা মধু কিংবা মিষ্টিজাতীয় খাদ্যে স্বীয় লালা মিশ্রিত করে শিশুর মুখে দেওয়া। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট নবজাতক শিশুকে নিয়ে আসা হ'ত, তখন তিনি তাদের কল্যাণ ও বরকতের জন্য দো'আ করতেন এবং তাদেরকে তাহনীক করাতেন' *(মুসলিম হা/ ৬৮৮; মিশকাত হা/৪১৫০)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ أَبِي مُوسَى رضى الله عنه قَالَ وُلِدَ لِي غُلاَمٌ ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَىَّ وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوسَى

হযরত আবু মূসা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মালে আমি তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে গেলাম। তিনি তার নাম রাখলেন ইবরাহীম। তারপর খেজুর চিবিয়ে তার মুখে দিলেন এবং তার জন্য বরকতের দো'আ করে আমার নিকট ফিরিয়ে দিলেন। সে ছিল আবু মূসার সবচেয়ে বড় ছেলে *(বুখারী হা/৫৪৬৭)*।

আক্বীক্বা :

যে সুন্নাতগুলোর তাৎপর্য অনেক কিন্তু আমরা তার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেই না, আক্বীক্বা তার অন্যতম। জাহেলী যুগ থেকে চলে আসা এ প্রথাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সুন্নাত হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু আমরা এই সুন্নাতকে পরিত্যাগ করে নানা প্রকার বিজাতীয় ও কুসংস্কারমূলক অনুষ্ঠান করে থাকি। যেমন : মুখে ভাত, জমকালো মুসলমানী, জন্মবার্ষিকী, নাক-কান ফুঁড়ানোসহ নানা শরী'আত বহির্ভূত কাজ।

জাহেলী যুগে আক্বীক্বা :

বুরায়দা (রাঃ) বলেন,

كُنَّا فِى الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لأَحَدِنَا غُلاَمٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا فَلَمَّا جَاءَ اللهُ بِالإِسْلاَمِ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنَلْطَخُهُ بِزَعْفَرَانٍ.

'জাহেলী যুগে আমাদের নিয়ম ছিল যখন আমাদের কারো সন্তান জন্ম গ্রহণ করত সে একটি ছাগল জবাই করতো এবং এর রক্ত তার মাথায় লাগিয়ে দিত। কিন্তু আল্লাহ যখন ইসলাম নিয়ে আসলেন তখন আমরা একটি বকরী যবহ করতাম এবং তার মাথা ন্যাড়া করতাম আর তার মাথায় জাফরান দিয়ে মাখিয়ে দিতাম' *(আবুদাঊদ হা/২৮৪৩; মিশকাত হা/৪১৫৮)*।

وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَةِ يَجْعَلُونَ قُطْنَةً فِى دَمِ الْعَقِيقَةِ وَيَجْعَلُونَهُ عَلَى رَأْسِ الصَّبِىِّ فَأَمَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجْعَلَ مَكَانَ الدَّمِ خَلُوقًا

মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'জাহেলী যুগের লোকেরা আক্বীক্বার রক্তে তুলা ভেজাতো এবং তা শিশুর মাথায় রাখতো। তাই নবী (ছাঃ) নির্দেশ দিলেন তুলার স্থলে যেন জাফরান তথা সুগন্ধি রাখা হয়' *(বায়হাক্বী সুনান আল কুবরা হা/১৯৭৬৭)*।

لَمَّا وُلِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ، وَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا، فَقِيلَ لَهُ يَا أَبَا الْحَارِثِ مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ سَمَّيْتَهُ مُحَمَّدًا، وَلَمْ تُسَمِّهِ بِاسْمِ آبَائِهِ؟ قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ يَحْمَدَهُ اللهُ فِي السَّمَاءِ، وَيَحْمَدَهُ النَّاسُ فِي الْأَرْضِ

'নবী (ছাঃ) যখন জন্মগ্রহণ করেন আব্দুল মুত্তালিব তাঁর আক্বীক্বা করেন এবং তাঁর নাম রাখেন মুহাম্মাদ। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, কিসে আপনাকে তাঁর নাম বাপ-দাদার নামের সঙ্গে মিল না রেখে মুহাম্মাদ রাখতে উদ্বুদ্ধ করল? তিনি বললেন, আমি চেয়েছি যাতে তার প্রশংসা আল্লাহ করেন আসমানে এবং মানুষ করে যমীনে' *(শরহুয যারকানী আলা মুয়াত্তা মালেক ৫৮৮ পৃঃ)*।

إِنَّ الْيَهُودَ تَعُقُّ عَنِ الْغُلَامِ وَلَا تَعُقُّ عَنِ الْجَارِيَةِ , فَعُقُّوا عَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ , وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً

মূসা (আঃ) এর যুগেও আক্বীক্বা ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ইহূদীরা পুত্র সন্তানের আক্বীক্বা করতো কিন্তু কন্যা সন্তান হ'লে তার আক্বীক্বা করতো না। অতএব তোমরা পুত্র সন্তানের জন্য দু'টি ছাগল এবং কন্যার জন্য একটি ছাগল দিয়ে আক্বীক্বা করো' *(বায়হাক্বী সুনান আল কুবরা হা/১৯২৮২; মুসনাদ বাযযার হা/৮৮৫৭)*।

আক্বীক্বার দো'আ :

আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়া লাকা, আক্বীক্বাতা ফুলান। বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার। এ সময় 'ফুলান'-এর স্থলে বাচ্চার নাম বলা যাবে *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, আবু ইয়া'লা, বায়হাক্বী হা/১৯৭৭২, ৯/৩০৪ পৃঃ; নায়ল ৬/২৬২ পৃঃ)*। মনে মনে নবজাতকের আক্বীক্বার নিয়ত করে মুখে কেবল 'বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লাহু আকবার' বললেও চলবে। *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা (রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৯) ৫০পৃঃ*।

হুকুম :

আক্বীকা করা সুন্নাত। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَعَ الْغُلاَمِ عَقِيقَةٌ ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى

'সন্তানের সাথে আক্বীক্বা জড়িত। অতএব, তোমরা তার পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত কর এবং তার থেকে কষ্ট দূর কর' অর্থাৎ তার জন্য একটি আক্বীক্বার পশু যবহ কর এবং তার মাথার চুল ফেলে দাও' *(বুখারী হা/৫৪৭২; মিশকাত হা/৪১৪৯)*।

অন্য এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

كُلُّ غُلاَمٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ

'প্রত্যেক শিশু তার আক্বীক্বার সাথে বন্ধক থাকে। অতএব জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে পশু যবহ করতে হয়, নাম রাখতে হয় ও তার মাথা মুণ্ডন করতে হয়' *(আবুদাঊদ হা/২৮৩৯; মুআত্তা মালেক হা/৬৫৪)*। ইমাম খাত্ত্বাবী বলেন, 'আক্বীক্বার সাথে শিশুর বন্ধক থাকে' এ কথার ব্যাখ্যায় ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, যদি বাচ্চা আক্বীক্বা ছাড়াই শৈশবে মারা যায়, তাহ'লে সে তার পিতা-মাতার জন্য ক্বিয়ামতের দিন শাফা'আত করবে না। কেউ বলেছেন, আক্বীকা যে অবশ্য করণীয় সেটা বুঝানোর জন্যই এখানে 'বন্ধক' (رهينة) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা পরিশোধ না করা পর্যন্ত বন্ধকদাতার নিকট বন্ধক গ্রহিতা আবদ্ধ থাকে *(মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা ৪৮-৪৯ পৃঃ)*।

আক্বীকার পশু :

ছাগ হৌক বা ছাগী হৌক ছেলের পক্ষ থেকে দু'টি ও মেয়ের পক্ষ থেকে একটি আক্বীক্বা দিতে হয় *(নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪১৫২)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَنْسُكْ عَنْهُ عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

'যে তার সন্তানের জন্য কোন কুরবানী দিতে চায় তবে যেন পুত্র হ'লে দু'টি সমবয়সী ছাগল এবং কন্যা হ'লে একটি ছাগল দিয়ে আক্বীক্বা করে' *(নাসাঈ হা/৪২২৯)*।

পুত্র সন্তানের জন্য দু'টি দেওয়াই উত্তম। তবে একটি দিলেও চলবে *(আবু দাঊদ, মিশকাত হা/৪১৫৫)*। ছাগল দু'টিই কুরবানীর পশুর ন্যায় মুসিন্নাহ অর্থাৎ দুধের দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁতওয়ালা হ'তে হবে এবং কাছাকাছি সমান স্বাস্থের অধিকারী হ'তে হবে। এমন নয় যে, একটি মুসিন্নাহ হবে অন্যটি মুসিন্নাহ নয় *(নায়লুল আওতার ৬/২৬২ পৃঃ)*।

সাত দিনের পূর্বে শিশু মারা গেলে আক্বীকা :

সাত দিনের পূর্বে শিশু মারা গেলে তার জন্য আক্বীকার কর্তব্য শেষ হয়ে যায়। সুতরাং মৃত শিশুর আক্বীকার প্রয়োজন নেই *(নায়নুল আওতার ৬/২৬১ পৃঃ)*।

ইসলামে উদারতা

মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ
দাশড়া, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।

ইসলাম শান্তি, সম্প্রীতি ও উদারতার ধর্ম। ইসলাম সার্বজনীন ধর্ম। একটি মানব শিশু সুন্দরভাবে বেড়ে উঠার জন্য প্রয়োজন সুন্দর ও উদার সমাজ এবং পরিবেশ। যে পরিবেশে সে সুন্দর চিন্তা ও মনোবল নিয়ে বেড়ে উঠবে। একটি সুন্দর সমাজ গড়ার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ও উদার মনোভাবপূর্ণ সুসম্পর্ক থাকা। তবে উদারতা মানে কখনোই ধর্মীয় বিশ্বাসকে অগ্রাহ্য করে কথিত প্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে চলা নয়। উদারতা মানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দেখানো পথে সৃষ্টি ও পৃথিবীর প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টি দেয়া।

পারস্পরিক ব্যক্তি উদারতা :

ব্যক্তি উদারতা বলতে বুঝায়, পরস্পর ছাড় দেয়ার মনমানসিকতা নিয়ে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে সহাবস্থান করা। যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবায়ে কেরামের মাঝে দেখতে পাই। তাদের মাঝেও অনেক সময় ভুল বুঝাবুঝি হ'ত, কিন্তু তা স্থায়ী হ'ত না। তারা নিজেকে ছোট মনে করে অপর ভাইয়ের নিকট ক্ষমা চেয়ে ভুল বুঝাবুঝির অবসান করতেন। এতে তাদের সম্পর্ক আগের চেয়ে আরো সুদৃঢ় হ'ত। তারা সুদৃঢ় ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে মিলে যেতেন। যাকে কেবল শীশা ঢালা প্রাচীরের সাথেই তুলনা করা যেতে পারে। তারা সর্বদা শারঈ বিধানের কাছে নিজেদের চাহিদাকে জলাঞ্জলী দিতে দু' বার ভাবতেন না। যেমন মহান আল্লাহ আনছারদের উদারতার প্রশংসা করে বলেন, 'আর তারা নিজেরা অভাবগ্রস্ত হ'লেও তাদেরকে (মুহাজিরদের) অগ্রাধিকার দান করে। যারা মনের কার্পণ্য থেকে দূরে তারাই সফলকাম' *(হাশর ৫৯/০৯)*।

নিম্নের হাদীছটি তার বড় প্রমাণ। আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন মুহাজিরগণ মদীনায় আগমন করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আব্দুর রহমান ইবনে আওফ ও সা'দ ইবনে রাবী (রাঃ)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করে দিলেন। তখন তিনি আব্দুর রহমান (রাঃ)-কে বললেন, আনছারদের মধ্যে আমিই সব থেকে বেশী সম্পদের অধিকারী। আপনি আমার সম্পদকে দু'ভাগ করে নিন। আমার দু'জন স্ত্রী রয়েছে, আপনার যাকে পসন্দ হয় বলুন, আমি তাকে তালাক দিয়ে দিব। ইদ্দত শেষে আপনি তাকে বিয়ে করে নিবেন' *(বুখারী হা/৩৭৮০)*।

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন আমার পবিত্রতা ঘোষণা করে আয়াত নাযিল হ'ল তখন আবু বকর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র কসম! নিকটাত্মীয়তার কারণে মিসতাহ ইবনু উসাসার জন্য আমি যা খরচ করতাম, আয়েশা সম্পর্কে এ ধরণের কথা বলার

পর মিসতার জন্য আমি আর কখনও খরচ করব না। তখন এর পরিপ্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা নে'মত প্রাপ্ত ও সচ্ছল, তারা যেন দান না করার কসম না করে...' *(নূর ২৪/১১)*। তখন আবু বকর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি অবশ্যই চাই আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন। অতঃপর তিনি মিসতাকে যা দিতেন, তা পুনরায় দিতে লাগলেন...' *(বুখারী হা/২৬৬১)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূলের নিকট এসে বললেন, আমি ভীষণ ক্ষুধার্ত।... তখন তিনি উপস্থিত লোকদের বললেন, এমন কে আছে যে, আজ রাতে এই লোকটির মেহমানদারী করতে পার? আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি অনুগ্রহ করবেন। এক আনছারী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি তার মেহমানদারী করব। অতঃপর সে লোকটিকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে স্ত্রীকে বলল, তোমার কাছে খাবার কিছু আছে কি? স্ত্রী বলল, আমাদের বাচ্চাদের জন্য খাবার ব্যতীত আর কিছুই নেই। তখন আনছারী বলল, আচ্ছা, বাচ্চাদের অন্য কোন বস্তু দিয়ে বাহানা করে খাবার থেকে ভুলিয়ে রাখ। আর যখন আমাদের অতিথি ঘরে প্রবেশ করবে তখন হঠাৎ করে বাতিটি নিভিয়ে দিও। আর অন্ধকারের মধ্যে ভান করে মুখ-হাত নেড়ে নেড়ে তাকে বুঝিয়ে দেবে যে, আমরাও খাচ্ছি। মেহমান যখন খাবার জন্যে ঝুঁকে বসবে, তুমি বাতির কাছে গিয়ে তা নিভিয়ে দেবে। বর্ণনাকারী আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, তারা সকলেই একত্রে খেতে বসলো, কিন্তু সবটুকু খানা মেহমানই খেয়ে নিল। অতঃপর ভোরে যখন আনছারী নবী (ছাঃ)-এর কাছে গেলো, তিনি বললেন, আজ রাতে তোমরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনে তোমাদের অতিথির সাথে অদ্ভুত ব্যবহার করেছ, তাতে মহান আল্লাহ খুবই সন্তুষ্ট হয়েছেন। *(মুসলিম হা/২০৫৪)*।

একবার ভেবে দেখুন তো! এই জায়গায় আমরা হ'লে কি করতাম? আমরা কি পারব কোন মুসলিম ভাইয়ের জন্য এত বড় ত্যাগ স্বীকার করতে? ছোট্ট সোনামণিরা! তোমরা কি হ'তে পারবে আনছারী ছাহাবীদের মত জগতের উজ্জল দৃষ্টান্ত?

সমাজের প্রতি উদারতা :

আমরা যে সমাজের আলো-বাতাস, পরিবেশ ও পারিপার্শিকতায় বড় হই স্বভাবতই সে সমাজের প্রতি আমাদের কিছুটা দায়বদ্ধতা থেকেই যায়। আমরা কোনভাবেই এই দায়বদ্ধতাকে এড়িয়ে যেতে পারিনা। সমাজের প্রতি আমাদের উদারতা মানে হচ্ছে, সমাজকে সত্যের পথ দেখানো। সমাজকে আলোর পথে এগিয়ে নেয়া। সমাজে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ অব্যাহত রাখা। কেউ ভুল পথে চালিত হ'লে, তাকে সৎ উপদেশের মাধ্যমে বাধা

দেয়া। প্রয়োজনে তাকে বল প্রয়োগের মাধ্যমে সে কাজ থেকে বিরত রাখা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন কোন সম্প্রদায় শরী'আত বিরোধী কোন কাজ দেখবে এবং তা হ'তে বাধা প্রদান না করবে, তখন আল্লাহ তাদের সকলকে শাস্তি প্রদান করেন' *(আবু দাঊদ, তারগীব হা/৩৩১৩)*।

এছাড়াও সমাজের মানুষগুলি তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী, কৃষিকাজ প্রভৃতি ক্ষেত্রে পরস্পর সহমর্মিতা ও উদারতা প্রদর্শন করে চলবে। কে কোন বর্ণের, ভাষার, সম্প্রদায়ের এর ভিত্তিতে প্রাধান্য নির্ধারণ হবে না। বরং সে আমার মুসলিম ভাই বা বোন এটাই বড় কথা। সে পৃথিবীর যে স্থানেই বাস করুক না কেন, সে আমার সাহায্য লাভের হক্বদার। সর্বোপরি যেকোন উপায়ে সমাজে শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব।

সৃষ্টির প্রতি উদারতা :

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, একবার এক লোক পথে হেঁটে যাচ্ছিল। তার ভীষণ পিপাসা লাগে। সে একটি কূপ পেল। সে তাতে নামল এবং পানি পান করলো, তারপরে উঠে এলো। হঠাৎ দেখলো, একটি কুকুর হাঁপাচ্ছে পিপাসার্ত হয়ে কাদা চাটছে। লোকটি ভাবলো, এ কুকুরটি পিপাসায় সেরূপ কষ্ট পাচ্ছে, যেরূপ কষ্ট আমার হয়েছিল। তখন সে কূপে নামল এবং তার মোজার মধ্যে পানি ভরলো, তারপর মুখ দিয়ে তা কামড়ে ধরে উপরে উঠে এলো। তারপর সে কুকুরটিকে পানি পান করালো। আল্লাহ তাকে এর প্রতিদান দিলেন এবং তাকে মাফ করে দিলেন। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! জীব-জন্তুর প্রতি দয়া প্রদর্শনের জন্যও কি আমাদের পুরস্কার আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, প্রত্যেক দয়ালু অন্তরের অধিকারীদের জন্যে প্রতিদান আছে' *(বুখারী হা/৬০০৯)*।

সৃষ্টির প্রতি উদারতা প্রদর্শনের মর্যাদা বর্ণনা করে মহান আল্লাহ এরশাদ করেন- 'তারা আল্লাহ্র ভালবাসায় অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে' *(ইনসান ৭৬/০৮)*।

জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে সৃষ্টির প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তার প্রতি দয়া করা হয় না' *(বুখারী হা/৬০১৩)*।

সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমি ও ইয়াতীমপালনকারী জান্নাতে এভাবে থাকব। তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলের মধ্যে সামান্য ফাঁকা রেখে ইশারা করে দেখালেন। *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)*।

পৃথিবীর প্রতি উদারতা :

পৃথিবী তার ভারসাম্য ঠিক রেখে সৃষ্টিজগতকে ধারণ করে আছে। কিন্তু যখন এতে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়বে তখন আর ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে পারবে না। তখন মহান আল্লাহ পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিবেন। আজ আমরা সহনীয় পর্যায়ের চেয়ে বেশী কার্বনডাই অক্সাইড নিঃসরণের মাধ্যমে সুন্দর এ বসুন্ধরাকে ক্রমেই হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছি। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, 'স্থলে ও পানিতে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে' *(রূম ৩০/৪১)*। পৃথিবীকে এ বিপর্যয় থেকে রক্ষার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সুন্দর পদ্ধতিও শিখিয়ে দিয়েছেন। আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কোন মুসলিম যদি গাছ লাগায়, আর তা থেকে কোন মানুষ বা জানোয়ার কিছু খায়, তবে তার জন্য ছাদাকায় পরিগণিত হবে' *(বুখারী হা/৬০১২)*। এছাড়াও বায়ূ মণ্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধি পরিবেশের উপর হুমকি হয়ে দেখা দেয়া এবং পৃথিবীতে নিত্য নতুন যে রোগের প্রাদুর্ভাব আমরা লক্ষ্য করছি, তা আমাদের মহান সৃষ্টিকর্তার আদেশকে অগ্রাহ্য করে যথেচ্ছা বিচরণের কারণেই। মহান আল্লাহ আমাদেরকে নেশাদার দ্রব্য পান করতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু আমরা তা অমান্য করেছি, ফলে পৃথিবীতে যক্ষ্মা, ক্যান্সারের মত জীবনঘাতক রোগের সৃষ্টি হয়েছে। তিনি আমাদেরকে যেনা ব্যভিচার থেকে বিরত থাকতে বলেছেন, কিন্তু আমরা তা শুনিনি। ফলে এইডসের মতো ভাইরাস আমাদের পৃথিবীতে ছড়িয়েছে। যার চিকিৎসা আমরা আজও সন্ধান করতে পারিনি। মহান আল্লাহ আমাদের সন্তান-সন্ততিকে ইসলামী শিষ্টাচারের আলোকে গড়ে তুলতে নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু আমরা প্রগতির স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে তাদের ধর্মহীন দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চেয়েছি, ফলে পিতা-মাতাকে খুন করার মত হাযারো কু-সন্তান জন্ম নিয়েছে। এভাবেই দুনিয়াতে আমাদের নিজ কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ডেকে এনেছি। তাই আমাদের এখনই সাবধান হওয়ার সময়।

ধর্মীয় উদারতা :

ধর্ম পৃথিবীতে শান্তি ও সাম্য সৃষ্টির জন্য এসেছে। পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি ছড়ানোর জন্য নয়। মহান আল্লাহ এক মুসলিমকে আরেক মুসলিমের ভাই বলে উল্লেখ করেছেন। তাদের একটি দেহের সাথে তুলনা করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তুমি ঈমানদারদেরকে তাদের পারস্পরিক সহানুভূতি, বন্ধুত্ব ও দয়া-অনুগ্রহের ক্ষেত্রে একটি দেহের মত দেখবে। যখন দেহের কোন অঙ্গ অসুস্থ হয় তখন সমস্ত শরীর তার জন্য বিনিদ্র ও জ্বরে আক্রান্ত হয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫৩)*।

এছাড়া ইসলাম অমুসলিমদের প্রতিও উদারতা দেখানোর নির্দেশ দিয়েছে। অমুসলিমদের প্রতি উদারতা হ'ল, ইসলাম অমুসলিমদের জন্য যেসব অধিকার নির্ধারণ করেছে, যে শ্রেণীর অমুসলিমদের জন্য যেসব সব অধিকার স্থির করেছে তা যথাযথভাবে আদায় করা। তাদের কোন অধিকার খর্ব না করা। তারা যেন পূর্ণ নিরাপদে বসবাস করতে পারে সে ব্যবস্থা করা। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর যদি মুশরিকদের কেউ তোমার কাছে আশ্রয় চায়, তাহ'লে তাকে আশ্রয় দাও, যাতে সে আল্লাহ্র কালাম শুনতে পারে। অতঃপর তাকে পৌঁছিয়ে দাও তার নিরাপদ স্থানে' *(তাওবা ৯/৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে মুসলিম কর্তৃক নিরাপত্তা প্রাপ্ত কোন অমুসলিমকে হত্যা করবে, সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। অথচ তার ঘ্রাণ পাওয়া যায় চল্লিশ বছরের পথের দূরত্ব থেকে' *(বুখারী হা/৩১৬৬)*। কিন্তু দুঃখের বিষয় হ'ল, আজ এক শ্রেণীর মানুষ পশ্চিমা-প্রোপাগাণ্ডা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উদারতার ভুল অর্থ করছে। তাদের ধারণায়, উদারতার অর্থ হ'ল, সব ধর্মকেই সঠিক মনে করা এবং যে কোন একটির অনুসরণেই মুক্তি পাওয়া। (নাঊযুবিল্লাহ)। কিন্তু আসল বিষয় হ'ল, পৃথিবীতে ইসলামই একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম *(আলে ইমরান ৩/১৯)*। অন্যসব বাতিল। তাছাড়া ধর্মীয় ক্ষেত্রে ইসলাম মানলেও ব্যক্তি জীবনে আমরা অনেকেই বিভিন্ন তন্ত্রমন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত। আমরা ধর্মীয় জীবনকে ব্যক্তি জীবন থেকে আলাদা করে দেখতে পসন্দ করি। আবার যারা আমরা সর্বক্ষেত্রে ইসলামকে অগ্রাধিকার দেয়ার দাবীদার, তাদের অনেকেই আবার নিজের মত করে শরী'আতকে বুঝার চেষ্টা করছি। কেউ বাপদাদার দোহায় দিয়ে, কেউবা মাযহাবের দোহায় দিয়ে ধর্মকে নিজের মত করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি। আবার কখনো বা সামান্য মাসআলাগত দ্বন্দের কারণে শতধা বিভক্ত হয়ে পড়ছি। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে একটি স্বচ্ছ দ্বীনের উপর রেখে গেছেন। ক্বিয়ামত পর্যন্ত যার মধ্যে কোন সংযোজন বিয়োজন সম্ভব নয়। নিঃশর্তভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণের মাধ্যমেই মুসলিম জাতির কাঙ্ক্ষিত মুক্তি মিলবে, অন্য কোন পথে নয়। পরিশেষে আমরা বলতে পারি পরস্পর উদারতা প্রদর্শন জাতিকে সামনের দিকে নিয়ে যেতে পারে। পরস্পর সম্প্রীতি-সৌহার্দ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ভেদাভেদ শ্রেণী-বৈষম্য দূর হয়। তাই আসুন! আমরা উদার মনোভাবের হই, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। আমরা প্রত্যেকেই স্ব অবস্থান থেকে উদার ও ছাড় দেয়ার মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসি, তাহ'লে আমাদের সামনের পৃথিবী অনেক সুন্দর হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন-আমীন!

পরনিন্দা

সুমাইয়া, ছানাবিয়া (১ম বর্ষ)
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(মহিলা শাখা) নওদাপাড়া, রাজশাহী।

গীবত (اَلْغِيْبَةُ) আরবী শব্দ যার অর্থ পরনিন্দা। পারিভাষিক অর্থে কোন ব্যক্তির অগোচরে তার সম্পর্কে এমন কিছু দোষ ত্রুটির সমালোচনা করা যা সে অপসন্দ করে। মহান আল্লাহ কারো অনুপস্থিতিতে তার প্রতি মন্দ ধারণা ছড়ানো থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে বিশেষভাবে নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি পরনিন্দাকে মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণের সাথে তুলনা করেছেন। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পরনিন্দাকে যেনার চেয়েও বড় অপরাধ বলে ঘোষণা করেছেন। পাশাপাশি এটাও বলা হয়েছে যে, পরনিন্দা এমন একটি অপরাধ যার নিন্দা বা সমালোচনা করা হয় সেই ব্যক্তি ক্ষমা না করা ব্যতীত উক্ত পাপ কিছুতেই ক্ষমা হয় না। এমনকি পরনিন্দাকারীর গোনাহ আল্লাহ তা'আলাও ক্ষমা করবেন না। কারণ এ পাপ বান্দার সাথে জড়িত। কিয়ামতের মাঠে বান্দার সাথে জড়িত অপরাধ নেকীর মাধ্যমে পরিশোধ করা হবে।

বিপদ মুহূর্তে মূল সম্বল হারানোর ভয় :

দুনিয়ার জীবনে উপার্জিত পরকালীন পাথেয় নেকীর সম্বল কিয়ামতের ময়দানে কঠিন বিভীষিকাময় অবস্থায় যেন এই জঘন্য অপরাধের কারণে অন্যকে দিয়ে দিতে না হয়, সেই ভয় সর্বদা অন্তরে জাগ্রত রাখতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَىْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ ، قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ

'কেউ যদি কোন ভাইয়ের মান-সম্মান অথবা অন্য কিছু নষ্টের মাধ্যমে যুলুম করে থাকে, তাহ'লে সে যেন তা ঐদিন আসার পূর্বেই নিষ্পত্তি করে নেয়, যেদিন তার কোন দীনার ও দিরহাম কিছুই থাকবে না। যদি তা দুনিয়ায় নিষ্পত্তি না করে তাহ'লে কিয়ামত দিবসে ঐ অত্যাচারের পরিমাণ অনুযায়ী তার সৎ আমল নিয়ে মাযলূমকে দেয়া হবে। আর যদি কোন সৎ আমল না থাকে, তাহ'লে ঐ অত্যাচারিত ব্যক্তির গোনাহ্ নিয়ে তার কাঁধে চাপিয়ে দেয়া হবে *(বুখারী হা/২৪৪৯)*।

অপর হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ. قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِى أَخِى مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা কি

জান গীবত কী? ছাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ ও তার রাসূলই ভাল জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, পরনিন্দা হ'ল তোমার ভাইয়ের এমন কিছু বিষয় সম্পর্কে তার অগোচরে আলোচনা করা যা সে খারাপ মনে করে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, আমি যে দোষের কথা বলছি, এটা যদি তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে তবুও কি তা গীবত হবে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তার মধ্যে এই দোষটি থাকলেই তো বলা হবে যে তুমি তার পরনিন্দা করছ। আর এটা যদি তার মধ্যে আদৌ না থাকে তাহ'লে তুমি তার উপর অপবাদ আরোপ করলে' *(মুসলিম হা/ ৬৭৫৮)*।

অনুরূপভাবে হাসান বাছরী (রহঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, 'জনৈক ব্যক্তি তাঁকে বলেন, অমুক ব্যক্তি আপনার গীবত করেছে, একথা শুনে তিনি এক ঝুড়ি আধা কাঁচা-পাকা খেজুর গীবতকারীর নিকট উপহার পাঠান এবং বলেন, আমি জানতে পারলাম যে, আপনি আমাকে অনেক নেকী উপহার দিয়েছেন। এর প্রতিদান সরূপ এ উপহারটুকু আপনার নিকট প্রেরণ করলাম। তবে ওযর পেশ করছি এই জন্য যে, আমি এর বিনিময় পরিপূর্ণভাবে দিতে সক্ষম হচ্ছি না *(এহইয়া উলূমিদ দ্বীন 'নামীমাহ' অনুচ্ছেদ)*।

পরনিন্দার ধরণ :

প্রত্যক্ষ পরনিন্দা :

এটি কয়েকভাবে হয়ে থাকে যেমন :

শারীরিক পরনিন্দা :

শরীরের অঙ্গ-প্রতঙ্গ নিয়ে যে সমালোচনা করা হয়, তাকে শারীরিক পরনিন্দা বলে যেমন, অমুকের গায়ের রং কালো, নাক চ্যাপটা, দাঁতগুলো বড় বড় ইত্যাদি। একদা জনৈক মহিলা আয়েশা (রাঃ) এর নিকট আগমন করলেন, অতঃপর যখন সে ফিরে যেতে উদ্যত হয় তখন আয়েশা (রাঃ) মহিলাটির দিকে ইঙ্গিত করে রাসূল (ছাঃ) কে বললেন, মহিলাটি খুবই বেঁটে। রাসূল (ছাঃ) তখন আয়েশা (রাঃ) কে বললেন, তুমি তার নিন্দা করলে *(তাফসীর তাবারী ২৬/১৪০ হা/৩১৮২০)*।

পোশাক সম্পর্কে পরনিন্দা :

কারো পোশাক সম্পর্কে সমালোচনা করা বা হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন খুঁত বা দোষ-ত্রুটি তালাশ করা। যেমন অমুকের কাপড়ের চেয়ে আমার কাপড় অনেক দামী। অমুকের কাপড় খাটো বা বেজায় লম্বা ইত্যাদি।

বংশ সম্পর্কে পরনিন্দা :

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত ছাফিয়াহ (রাঃ) একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর নিকট আসলেন। অতঃপর বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! মহিলাগণ আমার বংশ নিয়ে আমাকে বিভিন্নভাবে নিন্দা করে। তারা আমাকে বলে ঐ ইহূদীর মেয়ে ইহূদী। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি কেন বলনা যে আমার পিতা হারূণ (আঃ), আমার চাচা মূসা

(আঃ), আর স্বামী হ'লেন মুহাম্মাদ (ছাঃ)। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ

'হে ঈমানদারগণ! পুরুষ লোকেরা অপর পুরুষ লোককে বিদ্রূপ করবে না। হ'তে পারে যে তারা এদের তুলনায় ভাল। আর মহিলাগণ অপর মহিলাদের বিদ্রূপ করবে না। হ'তে পারে তারাও এদের তুলনায় ভাল' *(হুজুরাত ৪৯/১১)*।

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের নিন্দা করে এবং তার উপর মিথ্যা কোন অপবাদ দেয় এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য হ'ল তাকে কলঙ্কিত করা তবে মহান আল্লাহ তা'আলা তাকে পুলসিরাতের উপর আটক করবেন, যতক্ষণ না এর প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়'।

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন,

لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ فَضْلٌ إِلَّا بِدِينٍ أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ

দীনদার ও ভাল আমল ছাড়া কেউ কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারে না *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/১০৩৮)*।

পরোক্ষ পরনিন্দা :

মু'আবিয়া বিন কুররা (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'তোমার নিকট দিয়ে যদি কোন কান কাটা ব্যক্তি অতিক্রম করে অতঃপর তাকে ইঙ্গিত করে যদি তুমি বল, লোকটি কানকাটা তবুও তুমি তার নিন্দা করলে'।

পরনিন্দার পরিণতি :

পরনিন্দা করা একটি জঘন্যতম অপরাধ। আর এ অপরাধের জন্য ভয়ংকর শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

১. ক্বিয়ামতের দিন পরনিন্দাকারীর অত্যন্ত কঠিন শাস্তি হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ 'দুর্ভোগ প্রত্যেক সম্মুখে ও পিছনে নিন্দাকারীর জন্য'। আল্লাহ وَيْلٌ দিয়ে সূরা হুমাযাহ শুরু করেছেন। যা كلمة وعيد 'দুঃসংবাদবাহী শব্দ'। অর্থাৎ দুর্ভোগ প্রত্যেক পরনিন্দাকারী ব্যক্তির জন্য। আবুল 'আলিয়াহ, হাসান বাছরী, রবী' বিন আনাস, মুজাহিদ, আত্বা প্রমুখ বিদ্বান বলেন,

الهمزة الذى يَغْتاب ويَطْعن فى وجه الرجل، واللمزة الذى يغتابه من خلفه إذا غاب-

'হুমাযাহ' হ'ল ঐ ব্যক্তি যে মানুষের মুখের উপরে নিন্দা করে ও অপদস্থ করে। আর 'লুমাযাহ' হ'ল ঐ ব্যক্তি যে পিছনে নিন্দা করে তার অনুপস্থিতিতে'। তবে মুক্বাতিল এর বিপরীত বলেছেন। অর্থাৎ হুমাযাহ পিছনে এবং লুমাযাহ সম্মুখে নিন্দাকারী'। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন,

المشّاؤون بالنميمة والمفسدون بين الأحبة والباغون للبراء العيب-

'এরা ঐসব লোক যারা একের কথা অন্যকে লাগিয়ে চোগলখোরী করে। বন্ধুদের মধ্যে ভাঙন ধরায় ও নির্দোষ ব্যক্তিদের দোষ খুঁজে বেড়ায়'। ইবনু কায়সান বলেন, الهمزة الذى يؤذى جلساءه بسوء اللفظ واللمز الذى يكسر عينه على جليسه ويشير بعينه ورأسه وحاجبيه- 'হুমাযাহ' হ'ল, যে ব্যক্তি বৈঠকের সাথীদের মন্দ ভাষা বলে কষ্ট দেয় এবং 'লুমাযাহ' হ'ল, যে ব্যক্তি চোখ, মাথা বা ভ্রুর সাহায্যে বৈঠকের কোন সাথীর বিরুদ্ধে মন্দ ইঙ্গিত করে'। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِيْنَ آمَنُوا يَضْحَكُوْنَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ 'যারা পাপী তারা মুমিনদের দেখে হাসে'। 'আর যখন তারা তাদের নিকট দিয়ে যায়, তখন চোখ টিপে কটাক্ষ করে' *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/২৯-৩০)*।

هُمَزَةٍ-এর আভিধানিক অর্থ الكسر 'ভাঙ্গা'। আরবী বর্ণমালার 'হামযাহ' অক্ষরটি ভগ্ন হওয়ার কারণে ওটাকে 'হামযাহ' বলা হয়। لُّمَزَةٍ অর্থ الطعن والضرب 'আঘাত করা বা প্রহার করা'। الهمز واللمز দু'টি সমার্থক শব্দ। যার অর্থ الدفع والضرب প্রতিরোধ করা ও প্রহার করা। সেখান থেকে হুমাযাহ ও লুমাযাহ কথাটি পরনিন্দাকারী ব্যক্তির জন্য প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে *(কুরতুবী, তানতাভী)*। কেননা এর ফলে মানুষের অন্তরে আঘাত করা হয় ও তাতে সম্পর্ক বিনষ্ট হয়।

তবে ব্যবহারিকভাবে দু'টি শব্দের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। সেটি হ'ল الهمز بالفعل واللمز باللسان। অর্থাৎ همز হ'ল কাজের মাধ্যমে নিন্দা করা, আর لمز হ'ল কথার মাধ্যমে নিন্দা করা। প্রথমটির উদাহরণ হিসাবে মক্কার ধনকুবের অলীদ বিন মুগীরাহ্র চোগলখোরী চরিত্র তুলে ধরে আল্লাহ বলেন, هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ 'সে পিছনে নিন্দা করে এবং একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়' *(ক্বলম ৬৮/১১)*। দ্বিতীয়টির উদাহরণ হিসাবে মুনাফিক ও দুনিয়াপূজারীদের চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ বলেন, وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُوْنَ- 'তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যারা ছাদাক্বা বণ্টনে তোমাকে পিছনে দোষারোপ করে। তারা কিছু পেলে খুশী হয়, আর না পেলে ক্ষুব্ধ হয়' *(তওবা ৯/৫৮)*।

আয়াতটি রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে নিন্দাকারী মক্কার নেতা আখনাস বিন শারীক্ব, অলীদ বিন মুগীরাহ, উবাই ইবনে খালাফ প্রমুখের উদ্দেশ্যে নাযিল হ'লেও *(কুরতুবী)* এর বক্তব্য সর্বযুগের সকল পরনিন্দাকারীর জন্য প্রযোজ্য *(মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা পৃঃ ৪৭৩)*।

২. পরনিন্দাকারী ব্যক্তির শরীরের চামড়া ও গোশত কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুনের মধ্যে পিতলের নখ দিয়ে আঁচড়িয়ে তার শরীর হ'তে পৃথক করা হবে *(আবু দাঊদ হা/৪৮৮০)*।

৩. পরনিন্দাকারী ব্যক্তির কবরে কঠিন আযাব হবে।

৪. পরনিন্দাকারী ও চোগলখোর ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পরবে না।

৫. পরনিন্দা ও হিংসা-বিদ্বেষ সৎকর্মকে এমনভাবে গ্রাস করে ফেলে যেমন মরিচা লোহাকে ধ্বংস করে দেয়।

৬. পরনিন্দা করা এত বড় অপরাধ যে তা যদি সমূদ্রের পানিতে ফেলা হয় তাহ'লে তাতেও প্রতিক্রিয়া হয়ে তা নোংরা করে ফেলবে।

৭. যে ব্যক্তি মুসলমানের দোষ অনুসন্ধান করবে আল্লাহ তার দোষ অনুসন্ধান করবেন। আর আল্লাহ তা'আলা যার দোষ অনুসন্ধান করবেন তাকে লাঞ্ছিত করবেন।

পরনিন্দা পরিত্যাগের উপকারিতা :

১. যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা থেকে নিজেকে বিরত রাখবে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তার থেকে জাহান্নামকে দূরে রাখবেন। অর্থাৎ তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন। আবুদ্দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ভাইয়ের ইজ্জত রক্ষা করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুন হ'তে রক্ষা করবেন' *(তিরমিযী হা/১৯৩১)*।

২. পরনিন্দা পরিত্যাগকারী ক্বিয়ামতের দিন লাঞ্ছিত হবেনা। কারণ সে মানুষের সম্মানে আঘাত করেনি।

পরিশেষে বলব, কোন ব্যক্তির আকৃতিতে অথবা গঠন প্রকৃতিতে কোন দোষ-ত্রুটি দৃষ্টি গোচর হলে তা নিয়ে কারো হাসাহাসি অথবা উপহাস করা উচিত নয়। কেননা তার জানা নেই যে সম্ভবত এই ব্যক্তি সততা, আন্তরিকতার কারণে আল্লাহ্‌র কাছে তার চাইতেও উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ আমাদেরকে পরনিন্দা থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন আমীন!

সোনামণি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাকাল

১৯৯৪ সালে ২৩ সেপ্টেম্বর
রোজ : শুক্রবার

মূলমন্ত্র

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে নিজেকে গড়া

সোনামণি সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

শিশু-কিশোরদের মধ্যে ইসলামী চেতনা সৃষ্টি ও তদনুযায়ী জীবন ও সমাজ গড়ে তোলার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা।

হাদীছের গল্প

আল্লাহ্র সেবা

আকমাল হোসাইন, কুল্লিয়া (শেষ বর্ষ)
আল-মারকাযুল ইসলামীআস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন বনু আদমকে তার আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। তিনি জানতে চইবেন যে, বান্দাহ তাঁর সেবা করেছে কি না, তাঁকে খাদ্য দিয়েছে কি না এবং তাঁকে পানি পান করিয়েছে কি না?

প্রিয় সোনামণি! তুমি হয়তো ইতিমধ্যে চিন্তা-ভাবনার জগতে ডুব দিয়েছো আর ভাবছো বান্দাহ কিভাবে আল্লাহ্র সেবা করবে, কিরূপে খাদ্য খাওয়াবে ও পান করাবে? তাহ'লে আর দেরী না করে এ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ হাদীছটি যেনে নেই।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ কিয়ামতের দিন বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ ছিলাম, তুমি আমাকে দেখতে আসনি। সে বলবে, হে প্রভু! আমি কিভাবে আপনাকে দেখতে যাব, আপনি তো সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা? তিনি বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল? তুমি তাকে দেখতে যাওনি। তুমি কি জানতে না যে, যদি তুমি তাকে দেখতে যেতে তাহ'লে অবশ্যই তুমি আমাকে তার কাছে পেতে? হে আদম সন্তান! আমি তোমার নিকটে খাবার চেয়েছিলাম, তুমি আমাকে খাবার দাওনি। সে বলবে, হে প্রভু! আমি আপনাকে কিভাবে খাবার দিব, আপনি তো সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা? আল্লাহ বলবেন, তোমার কি জানা ছিলনা যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খাবার চেয়েছিল। কিন্তু তুমি তাকে খাবার দাওনি? তোমার কি জানা ছিল না যে, যদি তাকে খাবার দিতে তাহ'লে অবশ্যই তা আমার কাছে পেতে।

হে আদম সন্তান! তোমার কাছে আমি পানি পান করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি আমাকে পান করাওনি। বান্দা বলবে, হে প্রভু! আপনাকে কিভাবে পানি পান করাবো, আপনি তো সৃষ্টি জগতের প্রতিপালক? তিনি বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট পানি চেয়েছিল, তুমি তাকে পানি পান করাওনি। তুমি কি জানতে না যে, যদি তাকে পান করাতে তাহ'লে তা অবশ্যই আমার কাছে পেতে' *(মুসলিম হা/২৫৬৯, আহমাদ হা/৮৯৮৯)।*

শিক্ষা :

১. *ফক্বীর, মিসকীন ও মুসাফির কেউ খাবার খেতে বা পান করতে চাইলে সামর্থ্য অনুযায়ী অবশ্যই তা দিতে হবে।*

২. *আমাদের আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী অসুস্থ হ'লে দেখতে যেতে হবে।*

৩. *কিয়ামতের দিন আল্লাহ বান্দার আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন।*

কন্যা সন্তান লালন-পালনের মর্যাদা

আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, ছানাবিয়া (২য় বর্ষ)
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

সমাজে নারীরা অবহেলিত, লাঞ্ছিত ও বৈষম্যের স্বীকার। কন্যা সন্তান জন্ম নিলেই পিতামাতার মুখ মলিন হয়ে যায়। তারা কন্যা সন্তানের চেয়ে পুত্রকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। অথচ কন্যা সন্তান লালন পালনে পুত্রের চেয়ে কোন অংশে মর্যাদার কমতি নেই। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত একদা এক মহিলা তার দু'টি কন্যাকে সাথে নিয়ে আমার কাছে আসল। মহিলাটি আমার কাছে কিছু ভিক্ষা চাইলো। তখন আমার কাছে একটি খেজুর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমি তাকে তা দিয়ে দিলাম। সে তা দু'ভাগ করে তার দুই কন্যাকে দিল। তারপর সে চলে গেল। এমন সময় নবী (ছাঃ) বাড়ীতে প্রবেশ করলেন। এ ঘটনাটি তার নিকট পেশ করলে, তিনি বললেন, যে ব্যক্তি কন্যাদের ব্যাপারে সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং তাদের সাথে উত্তম আচরণ করে, তাহ'লে এই কন্যাগণ তার জাহান্নামের অন্তরাল হবে। *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ; মিশকাত হা/৪৯৪৯)*। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, কোন ব্যক্তি যদি দু'টি কন্যার বিবাহ শাদী দেয়া পর্যন্ত লালন পালনের দায়িত্ব পালন করে, তবে আমি ও সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন এভাবে একত্র থাকব। এই বলে তিনি নিজের অঙ্গুলিগুলি মিলিয়ে ধরলেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫৩)*। অন্যত্র আরো বলেন, যার তিনটি মেয়ে রয়েছে যাদের সে বিবাহের ব্যবস্থা করে এবং মৃত্যু পর্যন্ত অর্থ খরচ করে, তবে তারা তার জন্য আগুন থেকে মুক্তির কারণ হবে *(ছহীহ আত তারগীব তারহীব হা/১৯৭২)*।

শিক্ষা : ১. *কন্যা সন্তানের সাথে উত্তম আচরণ করতে হবে।*
২. *কন্যা সন্তানের লালন-পালন জাহান্নামের আগুনের জন্য অন্তরাল হবে।*

জ্ঞানার্জন

আবু রায়হান, ৯ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক। কেননা জ্ঞানী আর মূর্খ কখনোই সমান নয়। জ্ঞানীর জন্য এটা করা মুস্তাহাব যে, যদি তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, সবচেয়ে জ্ঞানী কে তখন সেটা আল্লাহ্র দিকে সোপর্দ করা। কেননা তিনিই হ'লেন সকল জ্ঞানের অধিকারী। উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, মূসা (আঃ) একদা বনু ইস্রাইলের মধ্যে বক্তব্য দিতে দাঁড়ালেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, সবচেয়ে জ্ঞানী কে? তিনি বললেন আমি সবচেয়ে জ্ঞানী। মহান আল্লাহ তাকে সর্তক করে দিলেন। কেননা তিনি ইলমকে আল্লাহ্র দিকে সোপর্দ করেনি। অতঃপর আল্লাহ তাঁর প্রতি অহি প্রেরণ

করলেন, দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে আমার বান্দাদের মধ্যে এক বান্দা রয়েছে, যে তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! কিভাবে তাঁর সাক্ষাত পাব? তখন তাঁকে বলা হ'ল, থলের মধ্যে একটি মাছ নাও। অতঃপর যেখানে সেটি হারিয়ে ফেলবে সেখানেই তাঁকে পাবে। তিনি ইউশা ইবনু নূনকে সাথে নিয়ে যাত্রা করলেন। তাঁরা থলের মধ্যে একটি মাছ নিলেন। পথিমধ্যে তাঁরা একটি বড় পাথরের নিকটে এসে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। তারপর মাছটি থলে হ'তে বেরিয়ে গেল এবং সুড়ঙ্গের মত পথ ধরে সমুদ্রে চলে গেল। এ ব্যাপারটি মূসা (আঃ) ও তাঁর খাদেম-এর জন্য ছিল আশ্চর্যের বিষয়। অতঃপর তাঁরা তাঁদের বাকী দিন ও রাতভর চলতে থাকলেন। পরে ভোরবেলা মূসা (আঃ) তাঁর খাদেমকে বললেন, আমাদের নাশতা নিয়ে এসো, আমরা আমাদের এ সফরে খুবই ক্লান্ত, আর মূসা (আঃ) কে যে স্থানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, সে স্থান অতিক্রম করার পূর্বে তিনি ক্লান্তি অনুভব করেননি। তারপর তাঁর সাথী তাঁকে বলল, আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন পাথরের পাশে অবস্থান করছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম? তখন মূসা (আঃ) বললেন, আমরা তো সেই স্থানটারই খোঁজ করছিলাম। অতঃপর তিনি তাঁদের পদ চিহ্ন ধরে ফিরে চললেন। তাঁরা সেই পাথরের নিকট পৌঁছে গেলেন এবং দেখলেন, একজন ব্যক্তি চাদর মুড়ি দিয়ে আছেন।

মূসা (আঃ) তাঁকে সালাম দিলেন। তখন খিযির বললেন, এ দেশে সালাম কোথা থেকে আসল! তিনি বললেন, আমি মূসা। খিযির প্রশ্ন করলেন বনু ইস্রাঈলের মূসা? তিনি বলেন হ্যাঁ। তিনি আরো বললেন, সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে, তা থেকে শিক্ষা নেয়ার জন্য আমি কি আপনাকে অনুসরণ করতে পারি? খিযির বলেন, তুমি কিছুতেই আমার সাথে ধৈর্য্য ধরে থাকতে পারবে না। হে মূসা (আঃ)! আল্লাহ্র ইলমের মধ্যে আমি এমন এক ইলম নিয়ে আছি যা তিনি কেবল আমাকেই শিখিয়েছেন, যা তুমি জান না। আর তুমি এমন ইলমের অধিকারী, যা আল্লাহ তোমাকেই শিখিয়েছেন, তা আমি জানি না। মূসা (আঃ) বললেন, আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্য্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার আদেশ অমান্য করব না।

অতঃপর তাঁরা দু'জন সমুদ্র তীর দিয়ে চলতে লাগলেন, তাঁদের কোনো নৌকা ছিল না। ইতোমধ্যে তাঁদের নিকট দিয়ে একটি নৌকা যাচ্ছিল। তাঁরা নৌকাওয়ালাদের সাথে তাঁদের তুলে নেওয়ার কথা বললেন। তারা খিযির (আঃ) কে চিনতে পারল এবং ভাড়া ব্যতিরেকে তাঁদের তুলে নিলেন। তখন একটি চুড়ই পাখি এসে নৌকার এক

প্রান্তে বসে একবার কি দুবার সমুদ্রে তার ঠোঁট ডুবাল। খিযির বললেন, হে মূসা (আঃ)! আমার এবং তোমার জ্ঞান (সব মিলেও) আল্লাহ্র জ্ঞানের তুলনায় চুড়ই পাখির ঠোঁটে যতটুকু পানি এসেছে তার চেয়েও কম। অতঃপর খিযির নৌকার তক্তাগুলির মধ্যে থেকে একটি খুলে ফেললেন। মূসা (আঃ) বললেন, এরা আমাদের বিনা ভাড়ায় আরোহণ করিয়েছে। আর আপনি আরোহীদের ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য নৌকাটি ছিদ্র করে দিলেন? খিযির বললেন, আমি বলিনি যে, তুমি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্য্য ধরে থাকতে পারবে না? মূসা (আঃ) বললেন, আমার ত্রুটির জন্য আমাকে অপরাধী করবেন না এবং আমার ব্যাপারে কঠোর হবেন না। বর্ণনাকারী বলেন, এটা ছিল মূসা (আঃ)-এর প্রথম ভুল। অতঃপর তাঁরা দু'জন নৌকা থেকে (নেমে) চলতে লাগলেন। (পথে) একটি বালক অন্য বালকদের সাথে খেলছিল। খিযির তার মাথার উপর দিক দিয়ে ধরলেন এবং হাত দিয়ে তার মাথা ছিন্ন করে ফেললেন। মূসা (আঃ) বললেন, আপনি হত্যার অপরাধ ছাড়াই একটি নিষ্পাপ জীবন নাশ করলেন? খিযির বললেন, আমি কি বলিনি যে 'তুমি আমার সঙ্গে কখনো ধৈর্য্য ধরতে পারবে না? ইবনু উয়ায়নাহ (রহঃ) বলেন, এটা ছিল পূর্বের চেয়ে অধিক জোরাল। তারপর আবার চলতে লাগলেন। চলতে চলতে তারা এক গ্রামের অধিবাসীদের নিকট পৌঁছে তাদের নিকট খাদ্য চাইলেন। কিন্তু তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। অতঃপর সেখানে তাঁরা ধ্বসে যাওয়ার উপক্রম একটি প্রাচীর দেখতে পেলেন। খিযির তাঁর হাত দিয়ে সেটি দাঁড় করিয়ে দিলেন। মূসা (আঃ) বললেন, আপনি ইচ্ছা করলে এর জন্য মজুরী নিতে পারতেন। তিনি বললেন, এখানেই তোমার আমার মধ্যে সম্পর্কে অবসান *(কাহফ ১৮/৭৭-৮৮)*। নবী (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা মূসার উপর রহম করুন। আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ত যদি তিনি ছবর করতেন, তাহ'লে আমাদের নিকট তাঁদের আরো ঘটনাবলী বর্ণনা করা হ'ত। *(মুসলিম হা/২৩৮০, আহমাদ হা/২১১৬৭)*।

শিক্ষা :

১. *আল্লাহ্র নির্দেশ মানলে ক্লান্তি আসে না।*
২. *জ্ঞানার্জনের জন্য ধৈর্যশীল হওয়া আবশ্যক।*
৩. *জ্ঞানীর চাইতে জ্ঞানী রয়েছে তা নিয়ে অহংকারের কিছু নেই।*
৪. *যে কোনো কাজে ধৈর্য প্রয়োজন।*
৫. *সফর ও টাকা লেনদেন করলে মানুষ চেনা যায়।*

শৈশবে বিদ্যাশিক্ষা পাথরের উপর খোদাই করার ন্যায়, আর বৃদ্ধকালে বিদ্যাশিক্ষা সাগরের উপর খোদাই করার ন্যায়। ⟶ *(প্রবাদ বাক্য)*

এসো দো'আ শিখি

সফর বিষয়ে

(ক) ঘর হ'তে বের হওয়াকালীন দো'আ :

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ-

উচ্চারণ : *বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কাল্‌তু 'আলাল্লা-হি লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ'*।

অনুবাদ : 'আল্লাহ্‌র নামে, (বের হচ্ছি), তাঁর উপরে ভরসা করছি। নেই কোন ক্ষমতা নেই কোন শক্তি আল্লাহ ব্যতীত' (আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৪৩)।

(খ) বিদায় দানকারীর দো'আ : সফরের উদ্দেশ্যে কাউকে বিদায় দেবার সময় পরস্পরের উদ্দেশ্যে নিম্নের দো'আটি পাঠ করবেন। একা হ'লে পরস্পরের (ডান) হাত ধরে দো'আটি পড়বেন। বহুবচনে 'কুম' এবং একবচনে 'কা' উভয় লিঙ্গে বলা যাবে। সম্মানিত ব্যক্তিকে 'কুম' বলতে হয়।

أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ أَعْمَالِكُمْ-

(১) উচ্চারণ : *আসতাওদি'উল্লা-হা দীনাকুম ওয়া আমা-নাতাকুম ওয়া খাওয়া-তীমা আ'মা-লিকুম'*।

অনুবাদ : আমি (আপনার বা আপনাদের) দ্বীন, ও আমানত সমূহ এবং শেষ আমল সমূহকে আল্লাহ্‌র হেফাযতে ন্যস্ত করলাম *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৪৩৫)*। এখানে 'আমানত সমূহ' বলতে তার পরিবারের দায়িত্ব ও সফরকালীন দায়-দায়িত্ব সমূহকে বুঝানো হয়েছে। 'শেষ আমল সমূহ' বলতে حسن الخاتمة অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে তার শেষ নেক আমল সমূহকে বুঝানো হয়েছে *(মিরক্বাত)*।

বিদায় দানকারীগণ উপরের দো'আটির সাথে নিম্নের দো'আটি যোগ করতে পারেন,

زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ-

(২) উচ্চারণ: *যাউয়াদাকাল্লা-হুত্ব তাক্বওয়া ওয়া গাফারা যাম্বাকা ওয়া ইয়াস্‌সারা লাকাল খায়রা হায়ছু মা কুন্‌তা'*।

অনুবাদ : আল্লাহ আপনাকে তাক্বওয়ার পুঁজি দান করুন! আপনার গোনাহ মাফ করুন এবং আপনি যেখানেই থাকুন আপনার জন্য কল্যাণকে সহজ করে দিন' *(তিরমিযী হা/৩৪৪৪; মিশকাত হা/২৪৩৭)*।

উল্লেখ্য যে, *ফী আমা-নিল্লা-হ* বলে বিদায় দেওয়ার প্রচলিত প্রথার কোন ভিত্তি নেই। বিদায় দানকালে তাঁর সাথে কিছুদূর হেঁটে যাওয়া মুস্তাহাব *(আহমাদ হা/২২১০৫; মিশকাত হা/৫২২৭)*।

এ সময় পরস্পরে দো'আ চেয়ে বর্ণিত নিম্নের বহুল প্রচলিত হাদীছটি 'যঈফ'।-

أَشْرِكْنَا يَا أُخَيُّ فِي دُعَائِكَ وَلاَ تَنْسَنَا فِي دُعَائِكَ (হে আমার ভাই! আপনার দো'আয় আমাকে শরীক রাখবেন এবং আপনার দো'আয় আমাকে ভুলবেন না)' *(আবুদাঊদ হা/২৪৯৮; তিরমিযী, মিশকাত হা/২২৪৮)*।

(গ) কেউ দো'আ চাইলে তার জন্য দো'আ : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খাদেম আনাস-এর জন্য তার মা উম্মে সুলায়েম দো'আ চাইলে তিনি তার জন্য দো'আ করেন, اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ *আল্লা-হুম্মা আকছির মা-লাহু ওয়া ওয়ালাদাহু, ওয়া বা-রিক লাহু ফীমা আ'ত্বায়তাহু'* (হে আল্লাহ! তুমি তার মাল ও সন্তানাদি বাড়িয়ে দাও এবং তাকে তুমি যা কিছু দিয়েছ, তাতে বরকত দাও)। আনাস (রাঃ) বলেন, এতে আমার সম্পদে ও সন্তানাদিতে খুবই প্রবৃদ্ধি ঘটেছিল *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৬১৯৯)*।

উল্লেখ্য যে, উক্ত দো'আ ব্যক্তি বুঝে পড়া যাবে, সকলের ক্ষেত্রে নয়। কেননা রোগী ও বিপদগ্রস্তের জন্য পৃথক দো'আ রয়েছে। তবে বর্ণিত দো'আর শেষ অংশটি اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ *আল্লা-হুম্মা বা-রিক লাহু ফীমা আ'ত্বায়তাহু'* অধিকাংশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। **অথবা** বলবে, بَارَكَ اللهُ لَكَ *বা-রাকাল্লা-হু লাকা* অথবা বহুবচনে 'লাকুম' (আল্লাহ আপনার মধ্যে প্রবৃদ্ধি দান করুন)। **অথবা** بَارَكَ اللهُ فِيْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ *বা-রাকাল্লা-হু ফী আহলিকা ওয়া মা-লিকা'* অথবা বহুবচনে 'কুম' (আল্লাহ আপনার পরিবারে ও সম্পদে প্রবৃদ্ধি দান করুন) *(ইবনু মাজাহ হা/১৯০৬-০৭; নাসাঈ, মিশকাত হা/২৯২৬)*।

(ঘ) অতঃপর *বিসমিল্লাহ* বলে (ডান) পা পরিবহণের উপর রাখবে এবং আরোহনের সময় নিম্নস্বরে '*আল্লাহু আকবার*' বলতে থাকবে *(বুখারী, মিশকাত হা/২৪৫৩)*। অতঃপর সীটে বসে *আলহামদুলিল্লাহ* বলবে *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৪৩৪)*। পরিবহন চলা শুরু করলে নিম্নোক্ত দো'আটি পাঠ করবে।-

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ، اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِيْ سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اَللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ لَنَا بُعْدَهُ، اَللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَ الْأَهْلِ-

উচ্চারণ: *আল্লাহু আকবার (৩ বার)। সুবহা-নাল্লাযী সাখখারা লানা হা-যা ওয়ামা কুন্না লাহু মুক্বরিনীনা, ওয়া ইন্না ইলা রব্বিনা লামুনক্বালিবূন। আল্লা-হুম্মা ইন্না নাসআলুকা ফী সাফারিনা হা-যাল বির্রা ওয়াত তাক্বওয়া ওয়া মিনাল*

'আমালে মা তারযা; আল্লা-হুম্মা হাওভিন 'আলাইনা সাফারানা হা-যা ওয়াত্বভে লানা বু'দাহূ, আল্লা-হুম্মা আনতাছ ছা-হিবু ফিস সাফারি ওয়াল খালীফাতু ফিল আহ্লি ওয়াল মা-লি। আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিন ওয়া'ছা-ইস সাফারি, ওয়া কাআ-বাতিল মানযারি, ওয়া সূইল মুনক্বালাবি ফিল মা-লি ওয়াল আহ্লি।

অর্থ : 'আল্লাহ সবার চেয়ে বড় (তিনবার)। মহা পবিত্র সেই সত্তা যিনি এই বাহনকে আমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন। অথচ আমরা একে অনুগত করার ক্ষমতা রাখি না। আর আমরা সবাই আমাদের প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী' *(যুখরুফ ৪৩/১৩-১৪)*। হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকটে আমাদের এই সফরে কল্যাণ ও তাক্বওয়া এবং এমন কাজ প্রার্থনা করি, যা আপনি পসন্দ করেন। হে আল্লাহ! আমাদের উপরে এই সফরকে সহজ করে দিন এবং এর দূরত্ব কমিয়ে দিন। হে আল্লাহ! আপনি এই সফরে আমাদের একমাত্র সাথী এবং পরিবারে ও মাল-সম্পদে আপনি আমাদের একমাত্র প্রতিনিধি। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে পানাহ চাই সফরের কষ্ট, খারাব দৃশ্য এবং মাল-সম্পদ ও পরিবারের নিকটে মন্দ প্রত্যাবর্তন হ'তে *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৪২০)*।

(ঙ) নতুন গন্তব্য স্থলে পৌঁছে কিংবা কোন ক্ষতিকর বস্তু থেকে বাঁচার জন্য পড়বে- أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ *'আ'ঊযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তাম্মা-তি মিন শার্রি মা খালাক্ব'* (আমি আল্লাহ্র পরিপূর্ণ কালেমা সমূহের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির যাবতীয় অনিষ্টকারিতা হ'তে পানাহ চাচ্ছি)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'এই দো'আ পাঠ করলে, ঐ স্থান হ'তে প্রস্থান করা পর্যন্ত তাকে কোন কিছুই ক্ষতি করবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৪২২)*। তিনি বলেন, 'যদি এটা সন্ধ্যাবেলা পড়া হয়, তাহ'লে ঐ রাতে তাকে সাপ-বিচ্ছু দংশন করবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৪২৩)*।

(চ) সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর দো'আ :

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، لآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لآ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ...-

উচ্চারণ : *আল্লাহু আকবার (৩ বার)। লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুওয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। আ-য়িবূনা তা-য়িবূনা 'আ-বিদূনা সা-জিদূনা লিরব্বিনা হা-মিদূনা।*

অর্থ : 'আল্লাহ সবার চেয়ে বড় (তিনবার), আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা কেবল তাঁর জন্যই। তিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান। আমরা প্রত্যাবর্তন করলাম তওবাকারী,

ইবাদতকারী, সিজদাকারী এবং আমাদের প্রভুর প্রশংসাকারী রূপে...'*(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৪২৫)*। অতঃপর পরিবহন থেকে নামার সময় বলবে *'সুবহানাল্লাহ'* (বুখারী, মিশকাত হা/২৪৫৩)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সফর থেকে ফিরে সাধারণতঃ প্রথমে মসজিদে দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করতেন *(বুখারী হা/৪৪৩)*।

(ছ) গৃহে প্রবেশকালে দো'আ :

প্রথমে *'বিসমিল্লাহ'* বলবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৬১)*। অতঃপর গৃহবাসীর উদ্দেশ্যে সালাম দিবে *(নূর ২৪/৬১)*।

(জ) কারো গৃহে প্রবেশকালে অনুমতি প্রার্থনা করবে এবং দরজার বাইরে থেকে অনধিক তিনবার সরবে 'সালাম' দিবে। অনুমতি না পেলে ফিরে যাবে *(নূর ২৪/২৭-২৮)*। এই সময় নিজের নাম বলা উত্তম *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬৬৯)*। সালাম দেওয়ার পরে অনুমতি গ্রহণ করতে পারবে এবং গলায় শব্দ করবে *(নূর ২৪/২৭; মুসলিম, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৬৬৮)*।

(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব* প্রণীত *ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)* শীর্ষক গ্রন্থ, পৃঃ ২৭৭-২৮১)।

গান-বাজনা আর নষ্ট সংস্কৃতির চর্চা করিয়ে কখনো আমাদের সন্তানদের জঙ্গীবাদ থেকে বিরত রাখা যাবে না, যতক্ষণ না তার বিশ্বাসের পরিবর্তন করা সম্ভব হয়।

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

গল্পে জাগে প্রতিভা

বাবুর্চির চালাকী

সাবীহা ইয়াসমীন ,৮ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

এক বাবুর্চি তার মনিবের জন্য হাঁস রান্না করল। রোস্ট খুবই সুস্বাদু হ'ল। বাবুর্চি একটি পা খেয়ে ফেলল। মনিব খেতে বসে দেখলেন একটি মাত্র পা। তিনি বাবুর্চিকে জিজ্ঞেস করলেন, একটি পা কেন? বাবুর্চি উত্তর দিল, হাঁসের তো একটি পা। হতবাক চোখে মনিব বাবুর্চির দিকে তাকালেন। বাবুর্চি বলল, এভাবে তাকাচ্ছেন কেন? আমি কখনো মিথ্যা কথা বলি না। এ সময় বাবুর্চি জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল এবং কিছু হাঁসকে উঠানে বিশ্রাম নিতে দেখলো। হাঁসগুলি এক পায়ে দাঁড়িয়ে ছিল এবং অন্য পাটি গুটিয়ে রেখেছিল। সে তার মনিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করল এবং তাকে দেখাল যে, হাঁসের মাত্র একটি পা থাকে। মনিব কি বলবেন তা ভেবে পাচ্ছিলেন না। কারণ বাবুর্চি যা বলছে তা একদম ঠিক। কিন্তু এটা কিভাবে সম্ভব? তিনি চিন্তিত হ'লেন। হঠাৎ একটি কুকুর হাঁসগুলির দিকে ধেয়ে আসল। হাঁসগুলি পালাতে শুরু করল। ফলে বাবুর্চির চালাকী একদম মিটে গেল।

শিক্ষা :

১. *আমাদের সদাসর্বদা সত্য বলা উচিত।*
২. *অতি চালাকের গলায় দড়ি।*

পিতা-মাতার খেদমত

নাজমুল হুদা,শিক্ষক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

কোন এক দেশে নিয়ম ছিল যে, কোন ব্যক্তি বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছলে তাকে জঙ্গলে রেখে আসা হ'ত। একদিন এক যুবক তার বৃদ্ধ পিতাকে রীতি অনুযায়ী জঙ্গলে রেখে আসল। পিতার আকুতি কোন মতেই শুনলনা সন্তান। এভাবে অনেক দিন হয়ে গেল। সে এলাকায় একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হ'ল। যাতে একটি প্রশ্ন ছিল। যে ব্যক্তি তার উত্তর দিতে পারবে তার জন্য বড় পুরস্কার রয়েছে।

প্রশ্ন : ছাইয়ের দড়ি কিভাবে পাকানো যায়?

প্রতিযোগিতায় সবাই অংশগ্রহণ করল কিন্তু কেউ সঠিক উত্তর দিতে পারল না। ঐ যুবকটি তার বৃদ্ধ পিতাকে খাবার দিতে এসে জিজ্ঞেস করল যে, এরকম ব্যাপার। পিতা প্রশ্নোটির উত্তর তাকে শিখিয়ে দিলেন। পরবর্তী প্রতিযোগিতায় একই প্রশ্ন থাকায় ছেলেটি প্রতিযোগিতায় প্রথম হ'ল। সবাই জানতে চাইল তুমি কার নিকট থেকে এসব শিখলে? সে বলল আমার বৃদ্ধ পিতার কাছ থেকে।

প্রশ্নোটির উত্তর হ'ল প্রথমে খড় দিয়ে দড়ি পাকাবে তারপর আগুন ধরাবে, দেখবে তা ছাইয়ের দড়িতে পরিণত হবে।

শিক্ষা :

১. *বৃদ্ধদের অবহেলা করা উচিত নয়। কারণ তাদের কাছে অনেক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা রয়েছে।*

২. *বৃদ্ধ পিতা-মাতার খেদমতের মধ্যেই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি রয়েছে।*

ক বি তা গু চ্ছ

আল্লাহ্র উপর ভরসা

যয়নুল আবেদীন, এম.এ. (আরবী)
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

আল্লাহ আছে আমার সাথে
নেইতো কোন ভয়,
তোমরা সবাই অস্থিরতায়
হচ্ছো অসহায়।
যদি তুমি ভরসা রাখো,
তাঁহার উপরে
অফুরন্ত নে'মতে
দিবেন তিনি ভরে।
ভরসা করে কাজ করো
থেকোনা আর বসে,
শুধুই যদি ভরসা করো
পাবেনা কিছুই শেষে।
ছোট্ট ডানা পাখির দিকে
দেখনা তুমি চেয়ে,
কোথা থেকে পূর্ণ করে
কোথায় আহার পেয়ে।
নেইতো কোন চিন্তা তাদের
নেইতো কোন ভয়,
সব ছাড়িয়া ঝাঁপিয়া পড়ে
দূর অজানায়।
আরো দেখ গর্ত মাঝে
পিঁপড়া পাড়া-গাঁয়,
কোথা থেকে আনে তাদের
আহার গুঁজার ঠাঁয়।
আরো দেখ পানির পেটে
মাছের সারা গাঁয়,
ক্ষুধার জন্য হয় না তাদের

একটু খানি ভয়।
ওসব ছাড়া আরো কত
সৃষ্টি আছে ভাই,
যাদের সবার ভাল খবর
মোদের জানা নাই।
তারাও সবে পাচ্ছে আহার
মন্দ খাবার নয়,
সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার
সাহায্য তারা পায়।
তারা সবাই তাসবীহ্ পড়ে
নিঝুম নিরালয়,
মানুষ কেবল গুণ গাহেনা
বিশ্ব দয়াময়।

সোনামণি সংগঠন

মুবীনুল ইসলাম, প্রভাষক
আত্রাই অগ্রণী ডিগ্রী কলেজ
মোহনপুর, রাজশাহী।

সোনামণি সংগঠন
গড়বে শিশুর জীবন।
শিক্ষা দেবে শিষ্টাচার
দূর করবে অনাচার।
শিরক-বিদ'আত দূর করে
তাওহীদ-সুন্নাত ঘরে ঘরে
পৌঁছে দেবে সবার তরে।
ছোট্ট শিশু যাদের ঘরে
সোনামণিতে দাও তারে।
সোনামণির হাত ধরে
শিশুটি মোর উঠবে বেড়ে।
বয়স যখন ষোল হবে
যুবসংঘ তারে নেবে
এভাবে মোর সোনামণি
হয়ে যাবে সোনার খনি।

সময় থাকতে

মুহাম্মাদ সোহানুর রহমান
উপর বিল্লী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

অসময়ে কৃষি করি
মিছেমিছি খেটে মরি
গাছ যদি হয় বীজের জোরে
ফলতো হয় না।
সময় গেলে হবে না সাধন
যদি না করি সময়ের যতন।
পাঁচ ওয়াক্ত পড়বো ছালাত
বলবো না আর কাল
সময় থাকতে করব আমল
আমরা চিরকাল।

ধনী-গরীবের শীত

শফীকুল ইসলাম
এম. এ. ইসলামিক স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

শীতের সকাল মিষ্টি মধুর
ধনী লোকের তরে,
গরীব লোকের মস্ত বিপদ
ছোট্ট কুঁড়েঘরে।
ধনী লোকের রঙ বেরঙের
পোশাক পরিপাটি,
গরীব লোকের কষ্ট দেখে
যায় যে বুকটা ফাটি।
ধনী লোকের শীতের আমেজ
খেতে পিঠাপুলি,
শীতের দাহে আগুন পোহায়
গরীব মানুষগুলি।
ধনী লোকের অট্টালিকার
চাই না তলা গুনতে,
গরীব লোকের আহাজারি
পাচ্ছি সবাই শুনতে।

ধনী লোকের শীতটা যেন
রঙিন টাকার ফানুস,
মৃত্যু কোলে ঢলে পড়ে
শীতার্ত হায় মানুষ!

এসো গড়ি

আফরীনা ইসরাত, ৯ম শ্রেণী
পঞ্চগড় সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।

ধন যাবে না, জন যাবে না পরকালে ভাই
পরকালে যাবে শুধু তোমার আমলটাই।
ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত করলাম না কিছু
ইহকালে ঘুরলাম শুধু শয়তানের পিছু।
আল্লাহ্র কুরআন মানি না, নবীর হাদীছ জানি না
নিজে নিজে হাদীছ বানাই সেটাই মেনে যাই
এভাবে কী পার করবে তোমার জীবনটাই?
জীবনটাকে এসো গড়ি,
ছালাত, ছিয়াম কায়েম করি
জাল হাদীছ বর্জন করি
পরকালে নিয়ে যাই নেক আমলটাই।

অন্ধকার কবর

মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
উপর বিল্লী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

প্রতিদিন ডাকি তোমায়
নেই কোন চেতনা
সময় থাকিতে করো
পরকালের সাধনা।
ডাকার মত ডাকব
একদিন আমি অন্ধকার কবর
আসতে হবে আমার কোলে
রাখো না কেন খবর?
থাকবে না কেউ তোমার সাথে
থাকবে তুমি একলা,
তোমার যে দিন ডাক পড়বে
পড়বে কান্নার মেলা।
ছেলে-মেয়ে কাঁদবে সবাই
কেউ হবে না সাথী,
আমি কবর নির্জন গৃহ
কেউ দিবে না বাতি।
ঈমান হবে তোমার পাথেয়
হিসাব করো আগে,
শান্তি যদি পেতে চাও
আমল আনিও সাথে।

টোকাই মোরা

আফযাল হুসাইন
হেয়াতপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

মানুষ তো নই টোকায় মোরা
তাতে কী-যায় আসে?
বাঁচতে হয় পচা খাবারে
যদিও গন্ধ ভাসে।
ছালা গায়ে ঘুমোই মোরা
দিব্যি ফুটপাথে
অতি কষ্টে দুঃখ ভুলে
রেখে মাথা হাতে।
দেখলে মোদের নাক ছিটকাও!
তাড়িয়ে দাও দূরে
জ্বালার আগুন ছড়িয়ে পড়ে
সারা হৃদয় জুড়ে।
টোকাই হয়ে জন্মেছি
দোষ কি বল তাতে?
হাতটি পাতি তোমাদের কাছে
বাঁচতে পারি যাতে।
গালিগালাজ দিব্যি জুটে
ঘৃণা নিত্য সাথী
তোমাদের তাতে কি যায় আসে!
যদি হই মোরা ব্যথী ॥

এ ক টু খা নি হা সি

ডিম কেনা

সাবীহা ইয়াসমিন, ৮ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

ক্রেতা : ডিমগুলি কার?

বিক্রেতা : আমার....

ক্রেতা : তাহ'লে অন্য দোকানে যাই।

বিক্রেতা : কেন?

ক্রেতা : মা বলেছেন মুরগির ডিম কিনতে। এগুলি তো আপনার ডিম।

শিক্ষা :
শুধু আক্ষরিক অর্থ বুঝলেই চলবে না ভাবার্থও বুঝতে হবে।

শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে কথা চলছে.....

শিক্ষক : চোর সম্পর্কে একটা ভাল উদাহরণ দিতে পারবে?

ছাত্র : জি স্যার পারব।

শিক্ষক : বল দেখি।

ছাত্র : চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। অতএব নিজেকে বুদ্ধিমান করে গড়ে তোলার জন্য চোরকে সব সময়ই পালাতে দিতে হবে।

শিক্ষা :
স্থান, কাল ও পাত্রভেদে এবং ব্যবহারিক অর্থ বুঝে বাক্য প্রয়োগ করতে হবে।

বাঘের চোখে ঢিল

দুই বন্ধু সুন্দর বনে বেড়াতে গিয়েছে। হঠাৎ একটা বাঘ তাদের সামনে এসে হাযির!

১ম বন্ধু : বাঘের চোখে একটা ঢিল মেরে দিল এবং ২য় বন্ধুকে বলল, দোস্ত! দৌড়ে পালাও।

২য় বন্ধু : আমি পালাবো কেন? আমি কি বাঘের চোখে ঢিল মেরেছি? তুমি বাঘের চোখে ঢিল মেরেছ, তুমিই পালাও!

শিক্ষা :
১. সৎ বন্ধুর পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।
২. বিপদে পড়লে উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করতে হবে।

লোভ

মুহাম্মাদ হাফিযুল ইসলাম, ৪র্থ শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১ম বন্ধু : দোস্ত বোর্ডে কী লেখা আছে?
২য় বন্ধু : দোস্ত ডাকাত ধরে দিতে পারলে ৫০০০ টাকা পুরস্কার।
১ম বন্ধু : তাহ'লে আমি ডাকাত সাজি, আর তুমি আমাকে ধরে থানায় নিয়ে যাও। তারপর আমরা দু'জনই ভাগাভাগি করে পুরস্কার নিব।
২য় বন্ধু : ঠিক আছে। (ডাকাত সাজার পর থানায়)
২য় বন্ধু : হ্যাঁ (পুরস্কার পাওয়ার পর)
পুলিশ : (তাদের চালাকি বুঝতে পেরে) দোস্ত তোমরা দু'জনই জেলে ঢোক। কারণ তোমরা দু'জনই প্রতারক।
শিক্ষা :
লোভ করা ভাল না।

সোনামণিদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা

এলাচের উপকারিতা :

(১) এতে প্রচুর প্রোটিন আছে (২) ফ্যাট কমায় (৩) বুকজ্বালা কমায় ও হজম শক্তি বাড়ায় (৪) সর্দি কাশি, শাসকষ্ট ও হৃদরোগে উপকারী (৫) পেট ফাঁপা কমায় (৬) এলাচের গুড়ার সঙ্গে মধু মিশিয়ে খেলে প্রসাবের সমস্যা দূর হয় (৭) অনবরত বমি হলে এর ছোবড়া পুড়িয়ে ছাই মধুর সঙ্গে মিশিয়ে পান করলে বমি বন্ধ হবে। (৮) জ্বর ও কোষ্ঠকাঠিন্য কমাতে এলাচ, বেল ও দুধ ভাল করে ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে খেতে হবে।

কালোজিরা : (১) মায়ের বুকের দুধ বৃদ্ধিকারক ও কৃমিনাশক (২) দৈহিক দুর্বলতা, সর্দি-কাশি, কফ, কম্পজ্বর, বুকে ব্যথা ও ক্ষত বা ঘা এর মহৌষধ (৩) বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌনরোগ, চুলপাকা ও পড়া, মাথায় টাক, জণ্ডিস ও ঘুম কম হওয়ার জন্য বিশেষ উপকারী।

শসা : (১) সালাদ, তরকারী ও আচার হয় (২) শসায় মেদ কমে ও পায়খানা পরিষ্কার হয় (৩) ত্বকের ও চোখের জন্য উপকারী (৪) গোশতো খাওয়ার সাথে সাথে বা পরে শসা খেলে হজম শক্তি বাড়ে (৫) ভিটামিন সি, এ, কে, বি, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস কপার, ম্যাঙ্গানিজ, পেনটোথেনিক ও এ্যাসিড ইত্যাদি আছে।

আমার দেশ

সংগ্রহে : মুযযাম্মিল, ৯ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

মাধবকুণ্ড ঝর্ণা

মাধবকুণ্ড ঝর্ণা যা বাংলাদেশের সুউচ্চ ঝর্ণা হিসাবে পরিচিত। সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা নামক উপজেলায় এই সুন্দর নয়নাভিরাম ঝর্ণা টির অবস্থান। একসময় পর্যটকদের কাছে প্রাকৃতিক ঝর্ণা মানেই ছিলো মাধবকুণ্ড। এখন দেশের ভেতরে আরো অনেক ঝর্ণার সন্ধান মিলেছে। তবে এখনও ঝর্ণা অনুরাগী পর্যটকদের প্রধান আকর্ষণ মাধবকুণ্ড ঝর্ণা। পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে দেশে-বিদেশে পরিচিত এই এলাকাটিকে ঘিরে তৈরি করা হচ্ছে মাধবকুণ্ড ইকোপার্ক।

মাধবকুণ্ড ভ্রমণের সেরা সময় :

মাধবকুণ্ড যাওয়ার উত্তম সময় হচ্ছে বর্ষাকাল। এ সময় ঝর্ণা পানিতে পূর্ণ থাকে।

যে পাহাড়টির গা বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়েছে এ পাহাড়টি সম্পূর্ণ পাথরের যা পাথারিয়া পাহাড় (পূর্বনাম আদম আইল

পাহাড়) নামে পরিচিত। এর বৃহৎ অংশজুড়ে রয়েছে ছড়া। এই পাহাড়ের উপর দিয়ে গঙ্গামারা ছড়া বহমান। এই ছড়া মাধবকুণ্ড ঝর্ণা হয়ে নিচে পড়ে হয়েছে মাধবছড়া। অর্থাৎ গঙ্গামারা ছড়া হয়ে বয়ে আসা পানিরাশি ২৫০ ফুট উঁচু থেকে নিচে পড়ে মাধবছড়া হয়ে প্রবহমান। সাধারণত একটি মূল ধারায় পানি সব সময়ই পড়তে থাকে, বর্ষাকাল এলে মূল ধারার পাশেই আরেকটা ছোট ধারা তৈরি হয় এবং ভরা বর্ষায় দুটো ধারাই মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় পানির তীব্র তোড়ে। পানির এই বিপুল ধারা পড়তে পড়তে নিচে সৃষ্টি হয়েছে বিরাট কুণ্ডে। এই মাধবছড়ার পানি পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হ'তে হ'তে গিয়ে মিশেছে হাকালুকি হাওড়ে। মাধবকুণ্ড ঝর্ণা থেকে হেঁটে ১৫-২০ মিনিটের দুরত্বে রয়েছে আরেকটি ঝর্ণা যা পরিকুণ্ড ঝর্ণা নামে পরিচিত।

মাধবকুণ্ড ঝর্ণাতে আসার পথে চোখে পড়বে উঁচু নিচু পাহাড়ী টিলায় দিগন্তজোড়া চা বাগান। টিলার ভাঁজে ভাঁজে খাসিয়াদের পানপুঞ্জি ও জুম চাষ। মাধবকুণ্ড ঝর্ণার পাশেই রয়েছে কমলা বাগান, চা, লেবু, সুপারি ও পানের বাগান। ফলে মাধবকুণ্ড বেড়াতে গেলে সহজেই ঘুরে আসা যায় এসব বাগানে।

কোথায় থাকবেন :

এখানে যেলা পরিষদের ২টি বাংলো ও ২টি আবাসিক হোটেল রয়েছে। তাছাড়া আপনি চাইলে সিলেট কিংবা মৌলভীবাজার শহরের হোটেলেও থাকতে পারেন।

বহুমুখী জ্ঞানের আসর

ব্যক্তিত্বগঠন

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক

৩টি জিনিস থেকে মুক্ত থাকুন :
প্রতারণা, পশ্চাতে নিন্দা, অপচয়।

৩টি জিনিস থেকে দূরে থাকুন :
হিংসা, ক্ষতি করা, অধিক কৌতুকপ্রিয়তা।

৩টি জিনিসকে ধ্বংস করুন :
লোভ, স্বার্থপরতা, অবিশ্বাস।

৩টি জিনিসকে প্রশ্রয়দানে বিরত থাকুন :
অসৎকর্ম, অসৎসঙ্গ, অসৎচিন্তা।

৩টি বিষয়ে দেরী করা থেকে সতর্ক থাকুন :
ছালাত, অঙ্গীকার, ঋণ।

৩টি জিনিসকে সর্বদা হেফাযতে রাখুন :
জিহবা, অন্তর, মেযাজ।

৩টি জিনিসকে সর্বদা রক্ষা করুন :
দ্বীন-ধর্ম, মর্যাদা, দেশ।

৩টি জিনিসের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখুন :
জ্ঞান, হালাল উপার্জন, সৎআমল।

৩টি অভ্যাস সর্বদা বজায় রাখুন :
হাস্যজ্জ্বলতা, সালাম, নিয়মানুবর্তিতা।

৩টি জিনিসকে সর্বদা পরীক্ষা মনে করুন :
বয়স, সুস্বাস্থ্য, সম্পদ।

৩টি জিনিস খুব সৌন্দর্যপূর্ণ :
ভালোবাসা, নিশ্চুপ থাকা, ক্ষমা করা।

৩টি জিনিস অত্যাবশ্যক :
মৃত্যু, বাতাস, পানি।

৩টি জিনিস খুব অপসন্দনীয় :
মিথ্যাচার, বোকামী, অহংকার।

৩টি জিনিস খুব প্রিয়তর :
তাক্বওয়া, স্পষ্টবাদিতা, সৎসাহস।

৩টি জিনিস খুব মর্যাদাকর :
বিশ্বস্ততা, সত্যবাদিতা, পরিশ্রম।

কলমের বিবর্তন

আলেয়া আক্তার,একাদশ শ্রেণী
মোহনপুর মহিলা ডিগ্রী কলেজ
মোহনপুর, রাজশাহী।

কলমের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি :

সংস্কৃতির অগ্রগতির পথে মানুষের প্রথম হিসাব ধারণা এবং পরে বিনোদনের জন্য চিত্র আঁকা হ'তে লিপির আবিষ্কার। তারপরে মনের কথা লিপিবদ্ধ করে ফেলার জন্য কালি ও কলমের দ্বারা লেখনীর দান অপরিসীম। লিপির যে যুগযুগান্তর ধরে পরিবর্তন ঘটে চলেছে তার জন্য কলমের অবদান ফেলে দেবার মত নয়। কলম মানে লেখনী। ইংরেজী পেন (Pen) শব্দ এসেছে ল্যাটিন শব্দ পেন্না (Penna) থেকে। যার অর্থ হ'ল পাখির পালক । এক কালে পালকের কলম ব্যবহার হ'ত। কলম বা লেখনী প্রধানত লেখালেখির কাজে ব্যবহৃত একটি উপকরণ। কলম দিয়ে কাগজ বা কোন পৃষ্টতলের উপরে কালি লেপনের কাজ করা হয়। এর ইতিহাস প্রায় পাঁচ হাযার বছরের। প্রাচীন মিসরীয়রা সম্ভবত প্রথম কলম দিয়ে লেখা শুরু করে। সে সময় অবশ্য কোন কাগজ ছিল না । তারা লিখত বিভিন্ন গাছের পাতা ও বাকলের ওপর। কলম হিসাবে ব্যবহার করা হ'ত নলখাগড়া, শর বা বেণু বাঁশের কঞ্চি অথবা ফাঁপা খণ্ড। এসব কলমের মতো করে কেটে সুচালো করে তা কালির কধ্যে চুবিয়ে লেখা হ'ত। কালিও ছিল গাছের কষ ও নানা রকম প্রাকৃতিক উপাদানে প্রস্তুত। এভাবে চলে বহু শতাব্দী। ৫ শতক থেকে কঞ্চি বা নলখাগড়ার জায়গা দখল করে পাখির পালক। রাজহাঁসের পালক ছিল সে যুগে কলম তৈরির প্রধান উপকরণ। পালককে শক্ত করে তার গোড়া বা মাথা সূক্ষ্মভাবে সুচালো করা হ'ত যাতে লিখতে আরাম হয়।

প্রাচীন কলমের আবিষ্কার কাহিনী :

আদিম অবস্থায় মানুষ দেওয়ালে কোন তীক্ষ্ণ জিনিস দিয়ে ছবি আঁকত বা হিজিবিজি আঁকত যাকে আবার অনেক সময় কোন পাতা বা শিকারের রস বা রক্ত দিয়ে আকিবুকি কাটত। তার অনেক পরে যখন সভ্যতার একটু একটু উন্মেষ ঘটল তখন তারা কাদামাটির পাটায় বা নরম পাথরে লিখা শুরু করে। এদের মাঝে চীনে উটের লোম দিয়ে তৈরী তুলির ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

তবে সম্ভবত প্রথমে মিসরীয়রা একটা কাঠির ডগায় তামার নিবেন মত কিছু একটা পরিয়ে লিখা শুরু করে। আর প্রায় হাযার চারেক বছর আগে গ্রীসবাসীরা রীতিমত লিখা শুরু করে দেয়। এদের কলম তৈরি হত হাতির দাঁত বা এই জাতীয় কিছু দিয়ে। যার নাম ছিল স্টাইলস (Stylus)। সেজন্য এখনও লিখার ধরন কে স্টাইল (Style) বলা হয়।

প্রাচীন কালের কলম :

প্রাচীন কালের এমন অনেক কলমই রয়েছে যা বর্তমানে শুধুমাত্র জাদুঘরেই দেখা যায়। চলুন আমরা কিছু সেসব কলমের কথা জেনে আসি।

খাগের কলম :

খাগ না নলখাগড়া, বাঁশ ইত্যাদির একদিক সরু করে কেটে মাথাটা সূক্ষ্মভাবে চিরে এই কলম তৈরি করা হ'ত। এর যান্ত্রিক প্রক্রিয়া কুইলের মত। তখন বিভিন্ন রকম খাগের কলম ব্যবহার করা হ'ত।

কলম যখন কম্পিউটার :

লিখতে গেলে বানান ভুল, লেখার গতি ধীর! নিশ্চয়ই এমন একটা কলম কেনার কথা ভাবছেন যা লেখার গতি বাড়িয়ে দেবে ধরিয়ে দেবে বানানের ভুল। যদিও এ কলম এখনও বাজারে আসেনি। তবে এমন বুদ্ধিমান কলম উদ্ভাবন করে ফেলেছেন জার্মানির গবেষকেরা। গবেষকেরা বলছেন, এটি ঠিক কলম নয় ছোট খাটো একটা কম্পিউটার। এবিসি নিউজের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছেন তারা। গবেষকেরা জানিয়েছেন, লার্নশিফট নামের বিশেষ এই কলমের ভেতর বসানো রয়েছে মোশন সেন্সর ও ক্ষুদ্র ব্যাটারি চালিত লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম নির্ভর কম্পিউটার ও ওয়াই-ফাই চিপ। যদিও কলম কম্পিউটার সাধারণ কলমের মতোই ব্যবহার করা যায়। উদ্ভাবকের দাবি, বিশেষ এ কলম লেখার গতি-প্রকৃতি বুঝতে পারবে আর যখন লেখার মধ্যে অস্পষ্টতা বা বানান ভুল দেখবে তখন কলমটি কাঁপতে থাকবে। কলমটিতে 'ক্যালিগ্রাফী' মোড ও 'অর্থোগ্রাফী' মোড নির্বাচন করে দেওয়া যাবে। এ কলমে শব্দের বিশেষ ডেটাবেজ সংরক্ষিত থাকবে। লার্নশিফট কলমের উদ্ভাবক জার্মানির মিউনিখের ডেনিয়েল কামাচার ও ফাক ওলক্সি। এ উদ্ভাবকেরা কলমটি উৎপাদন পর্যায়ে নিয়ে যেতে বর্তমান পড়ালেখার সময় ভাষান্তর করার প্রয়োজনের বন্ধু হিসাবে কলম ব্যবহারের পরিকল্পনা করেছেন।

ভাষান্তরের কলম :

পড়ালেখার সময় ভাষান্তর করার প্রয়োজনের বন্ধু হিসাবে কলম ব্যবহারের পরিকল্পনা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের গবেষকেরা। নকশাবিদেরা এমন এক ধরনের কলমের নকশা তৈরী করেছেন, যা অনুবাদের পাশাপাশি অভিধান হিসাবেও ব্যবহার করা যাবে। নকশাবিদেরা 'অভিধান গাইড' নামে কলমের সঙ্গে ব্যবহার করা যাবে এমন একটি বিশেষ যন্ত্রও তৈরী করেছেন। যন্ত্রটি কলম বা বিশেষ যন্ত্রও তৈরী করেছেন। যন্ত্রটি কলম বা পেন্সিলের সঙ্গে যুক্ত করা যায়। এটি শব্দ স্ক্যান করে এবং এই শব্দের অর্থ অনুবাদ করে দেখাতে পারে। যন্ত্রটি ব্যবহার করে শব্দের নিচে দাগও দেওয়া যায়। যে শব্দটিতে দাগ দেওয়া হবে, এই শব্দের ভাষান্তর করার জন্য প্রয়োজনীয় ভাষা নির্বাচন করে দিতে হবে। এতে শব্দের অনুবাদটি প্রজেকশনের মাধ্যমে ডকুমেন্টের ওপর দেখা যাবে। বাটনে চাপ দিলে আবার প্রজেকশন বন্ধ হয়ে যাবে। যন্ত্রটির নকশায় চার্জ দেওয়ার জন্য ইউএসবি যুক্ত করা হয়েছে। কলমের নকশাবিদ শি জিয়ান ও শান ঝাও ওলী কের ভাষ্য, কলম অনুবাদ যন্ত্রের সাহায্যে পড়ার অভ্যাস তৈরি হবে এবং শব্দের অর্থ বোধগম্য হবে। কলম ব্যবহার করে অভিধান ঘেঁটে দেখার সময় বেঁচে যাবে।

অ্যান্টার্কটিকা

সংগ্রহে : আব্দুল্লাহ আর-রিয়ায, হিফয বিভাগ
আল মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

অ্যান্টার্কটিকা পৃথিবীর শীতলতম, শুষ্কতম, উচ্চতম এবং দুর্গম মহাদেশ। উত্তরের সব মহাদেশ থেকে এটাকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে বিশাল মহাসমুদ্রের বিস্তার। প্রতিবেশী দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ অংশ থেকে এর দূরত্ব হাযার কিলোমিটারেরও বেশী। এ মহাদেশের আয়তন অস্ট্রেলিয়ার দ্বিগুণ। এর আয়তন ১৪ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার। যার ৯৮% দুই থেকে সাড়ে চার কি.মি. পুরু বরফের তলায় চাপা পড়ে আছে। এ বরফ ভেদ করে মাথা উঁচু করে জায়গায় জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সুউচ্চ পাহাড়। রুশ অভিযাত্রী মিখাইল রাঙ্গারেভ ও ফাবিয়ান গটলিয় ফন বেলিং শসেন ১৮২০ সালে এ মহাদেশের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। অ্যান্টার্কটিকায় স্থায়ীভাবে কোন মানুষ বাস না। করলেও এখানকার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন গবেষণা স্টেশনে সহস্রাধিক মানুষ বছরের বিভিন্ন সময় অবস্থান করে। প্রবল শৈত্যের সাথে লড়াই করেত সক্ষম এমন উদ্ভিদ ও প্রাণীই এ মহাদেশে বাস করে। যার মধ্যে রয়েছে পেঙ্গুইন, সিল, নেমটোড, বিভিন্ন প্রকার শৈবাল ও অন্যান্য মাইক্রো অর্গানিজম এবং তুন্দ্রা উদ্ভিদ সমূহ। দুঃসাহসিক অভিযাত্রীদের কাছে আজও এটা কৌতূহল ও রহস্যঘোরা আকর্ষণীয় মহাদেশ।

রহস্যময় পৃথিবী

সংগ্রহে : আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২য় বর্ষ, দাওয়াহ এ্যাণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

(১) আণ্ডার ওয়াটারফল, মরিশাস আইল্যাণ্ড

মরিশাসে সমুদ্রের শক্তিশালী ঢেউয়ের কারণে সবসময় সৈকত থেকে বালি সমুদ্রের নিচের দিকে সরে যায়। এর ফলে পানির নিচে এই ধরনের ঝর্ণা তৈরি হয়।

(২) সকোটরা, ইয়েমেন

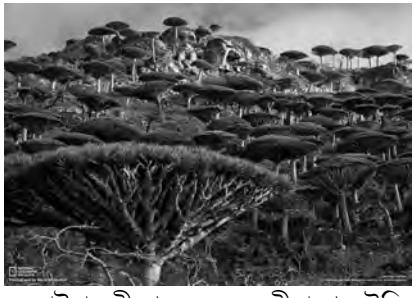

সকোটরা দ্বীপের এক-তৃতীয়াংশ উদ্ভিদ পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যায় নি। সবচেয়ে উদ্ভট প্রজাতির একটি হচ্ছে ড্রাগন ব্লাড গাছ। এই গাছটি দেখতে ছাতার মত।

(৩) মাউন্ট রোরামিয়া- সাউথ আমেরিকা

টেবিলের মত দেখতে এই পর্বতটি পৃথিবীর সবচেয়ে পুরাতন পর্বতের একটি। অনেক বছর আগে ভূ-অভ্যন্তরে পরিবর্তনের কারণে এই পর্বতটি তৈরি হয়েছিল। এই পর্বতের সাইডগুলি সম্পূর্ণ খাড়া। এটাতে অনেকগুলি ঝর্ণা আছে। এতে আরোহণ করা প্রায় অসম্ভবের।

(৪) ইউয়ানইয়াং কাউণ্টি, চীন

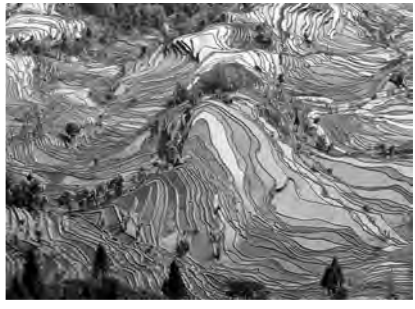

ইউয়ানইয়াং কাউণ্টিতে চাষাবাদের পদ্ধতির কারণে এমন একটি ল্যাণ্ডস্কেপ তৈরি হয়েছে, আকাশ থেকে দেখলে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। এই ধানক্ষেতগুলি আইলাও পর্বতের ঢালে অবস্থিত। এখানকার সামনের খোলা জায়গাগুলির কারণে অসমতল ল্যাণ্ডস্কেপেও একটি ফ্ল্যাট বা সমতল দৃশ্য তৈরি হয়েছে।

(৫) প্লিটভাইস লেক, ক্রোয়েশিয়া

প্লিটভাইস প্রাকৃতিক উদ্যানটি ক্রোয়েশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে সবচেয়ে পুরাতন প্রাকৃতিক উদ্যান। কয়েক হাযার বছর ধরে চুনাপাথর এবং চকের উপর পানির প্রবাহের ফলে প্রাকৃতিকভাবে বাধ, সুন্দর সুন্দর হ্রদ, গুহা এবং ঝর্ণা তৈরি হয়েছে এখানে।

(৬) গ্লোওর্ম কেইভস, নিউজিল্যাণ্ড

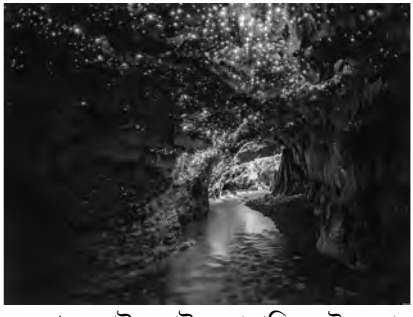

অসংখ্য ছোট ছোট জোনাকি এই গুহার ছাদ থেকে ঝুলে থাকে এবং হাল্কা আলো বিকিরণ করে। ফলে, এই গুহা দেখলে মনে হয় সায়েন্স-ফিকশনের কোনো দৃশ্য।

(৭) আওগাশিমা, জাপান

আওগাশিমা একটি আগ্নেয় দ্বীপ। এটা টোকিও উপকূল থেকে ২০০ মাইল দূরে অবস্থিত। দৃশ্য খুব এর ভূগোল এর দৃশ্যের চেয়ে সুন্দর। এই দ্বীপে একটি ছোট অগ্নিগিরি আছে।

(৮) হিডেন বীচ, মেক্সিকো

১৯০০ সালের দিকে একটি সামরিক বিস্ফোরণের পরীক্ষা কালে এই অসাধারণ জায়গাটি সৃষ্টি হয়েছে। এটি একটি দ্বীপ দ্বারা পরিবেষ্টিত। দ্বীপটি একটি প্রাকৃতিক উদ্যান। এই লুকানো সৈকতটিতে যাওয়ার একমাত্র উপায় একটি পঞ্চাশ ফুট টানেলের ভিতর দিয়ে সাঁতার কেটে যাওয়া।

(৯) দি আই অব আফ্রিকা, মৌরিতানিয়া

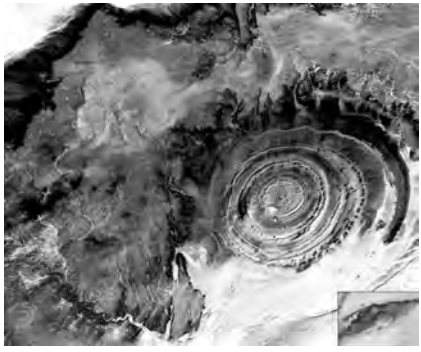

এটা সাহারা মরুভূমির মাঝখানে পাওয়া গেছে। এটা ২৪ মাইল জুড়ে বিস্তৃত। এর প্রাকৃতিক গঠন এত সুন্দর যে অনেকদিন ধরে বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন এটা মহাজাগতিক কোনো ঘটনার ফলে তৈরি হয়েছে।

(১০) ফ্লাই গ্লেইসার, নেভাডা

এই প্রস্রবনের ধারাটি দুর্ঘটনাবশত তৈরি হয়েছিল। একটি কূপ খনন করে পরে সেটি বন্ধ না করার কারণে এটি হয়। খনিজ পদার্থ এবং শ্যাওলা বের হয়ে জমতে জমতে এরকম অদ্ভুত দেখতে একটি টিলা হয়ে যায়।

সাহিত্যাঙ্গন

কায়কোবাদ

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক

নাম : তাঁর প্রকৃত নাম কাজেম আল কোরায়েশী।

জন্ম : ১৮৫৭ সাল।

উপাধি : কাব্যভূষণ, বিদ্যাভূষণ ও সাহিত্যরত্ন।

পরিচিতি : আধুনিক সাহিত্যে প্রথম মুসলিম কবি। তিনি বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম সনেট রচনা করেন।

জন্মস্থান : আগলা পূর্বপাড়া গ্রাম, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : বাল্যের গৃহশিক্ষা শেষ করে ঢাকার সেন্ট গ্রেগরি স্কুলে ভর্তি হন। পরে 'ঢাকা মাদরাসা' থেকে এন্ট্রান্স পাস করেন।

প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ : 'বিহার-বিলাপ (১৮৭০)।

ইসলামী কবিতা : আযান । এই কবিতার প্রথম কয়েকটি লাইন

কে ঐ শোনালো মোরে
আযানের ধ্বনি
মর্মে মর্মে সেই সুর
বাজিলো কি সুমধুর
আকুল হইলো প্রাণ
নাচিলো ধমনি।

শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ : মহাশ্মশান (১৯০৫)।

মৃত্যু : ২১শে জুলাই, ১৯৫১ সাল।

অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ : অশ্রুমালা, কুসুমকানন, অমিয়ধারা প্রভৃতি।

দেশপরিচিতি

উজবেকিস্তান

দেশটি এশিয়া মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত
সাংবিধানিক নাম : রিপাবলিক অব উজবেকিস্তান।
রাজধানী : তাসখন্দ
আয়তন : ৪,৪৭,৪০০ বর্গ কিলোমিটার।
লোকসংখ্যা : ২ কোটি ৭৮ লক্ষ।
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার : ১.১%।
ভাষা : উজবেক।
মুদ্রা : সোম।
স্বাক্ষরতার হার (১৫+) : ৯৭%।
মুসলিম হার : ৯৭%।
মাথাপিছু আয় : ৩,০৮৫ মার্কিন ডলার
গড় আয়ু : ৬৮.২ বছর।
স্বাধীনতা লাভ : ৩১শে আগস্ট ১৯৯১ সাল।
জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ : ২রা মার্চ ১৯৯২ সাল।
জাতীয় দিবস : ১লা সেপ্টেম্বর।

যেলাপরিচিতি

রাজবাড়ী

যেলাটি ঢাকা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত
প্রতিষ্ঠা : ১লা মার্চ ১৯৬৪ সালে।
আয়তন : ১,১১৯ বর্গ কিলোমিটার।
স্বাক্ষরতার হার : ৩৯.৮১%
উপযেলা : ৫টি। রাজবাড়ী সদর, পাংশা, গোয়ালন্দ, বালিয়াকান্দি ও কালুখালী।
ইউনিয়ন : ৪২টি।
গ্রাম : ১,০৩৬টি।
উল্লেখযোগ্য নদী : পদ্মা, কুমার, চন্দনা, গড়াই, ভুবনেশ্বরী, চিত্রা, হরাই নদী ইত্যাদি।
উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান : লক্ষ্মীকোলের রাজার বাড়ী, মীর মশাররফ হোসেনের বাড়ী, বাণীবহের জমিদার বাড়ী।

আন্তর্জাতিক পাতা

সংগ্রহে : ইমামুল আবেদীন, হিফয বিভাগ
আল মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (OIC)

প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট : ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধে ইসরাইল জয়ী হয়ে বিস্তীর্ণ আরব ভূখণ্ড দখল করে নেয়। ইসরাইল ১৯৬৯ সালের ২১শে আগস্ট ইসলাম ধর্মের অন্যতম পবিত্র একটি স্থান জেরুযালেমের 'বায়তুল মুকাদ্দাস' মসজিদে আগুন লাগিয়ে দেয়। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে ১৯৬৯ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর মরক্কোর রাজধানী রাবাতে মুসলিম দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের এক শীর্ষ সম্মেলনে মুসলিম উম্মাহর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য 'ইসলামী সম্মেলন সংস্থা' (OIC) গঠিত হয়। ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ অনুষ্ঠানিক ভাবে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টেংকু আব্দুর রহমান এর প্রথম সেক্রেটারী জেনারেল (মহাসচিব) নিযুক্ত হন। এর সদর দফতর সউদী আরবের জেদ্দায় অবস্থিত।

বর্তমান সদস্য : ৫৭টি দেশ
বৈশিষ্ট্য : বিশ্বের মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রসমূহ এ সংস্থার সদস্য। উগাণ্ডা, ক্যামেরুন, বেনিন, মোজাম্বিক, গায়ানা এবং সুরিনাম মুসলিম প্রধান দেশ না হলেও ওআইসির সদস্য। বর্তমানে সিরিয়ার সদস্যপদ স্থগিত রয়েছে।

পর্যবেক্ষক : বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, তুর্কী সাইপ্রাস, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, থাইল্যাণ্ড, রাশিয়া, আরবলীগ, ইকো,

জাতিসংঘ, ন্যাম, মরো ইন্টারন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট, আফ্রিকান ইউনিয়ন, ও আই সি পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন, ইসলামিক কনফারেন্স ইয়ুথ ফোরাম ফর ডায়ালগ এণ্ড কো-অপারেশন।

অঙ্গ সংস্থা : ৪টি (১) রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধানদের সম্মেলন (২) পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলন (৩) সাধারণ সচিবালয় (৪) আন্তর্জাতিক ইসলামী আদালত।

মহাসচিব : মেয়াদকাল ৫ বছর।

অফিসিয়াল ভাষা : আরবী, ইংরেজী ও ফ্রেঞ্চ।

বিশ্বের সর্বোচ্চ ঝর্ণার উচ্চতা

ঝর্ণার নাম	দেশ	উচ্চতা (মিটার)
অ্যাঞ্জেল	ভেনিজুয়েলা	৮০৭
মঙ্গেফসেন	নরওয়ে	৭৭৪
কিউকুয়েনান	ভেনিজুয়েলা	৬১০
উটিগার্ড	নরওয়ে	৬০০
সাদারল্যাণ্ড	নিউজিল্যাণ্ড	৫৮০
টকাকো	ব্রিটিশ কলাম্বিয়া	৫৬৫
রিবন ইয়োসিমাইট	ক্যালিফোর্নিয়া	৪৯১
আপার ইয়োসিমাইট	ক্যালিফোর্নিয়া	৪৩৫
কিং জর্জ	গায়ানা	৪৩৫
গ্যাভার্নি	ফ্রান্স	৪২১
তুগেলা	দক্ষিণ আফ্রিকা	৪১০
ভিটিসফোস	নরওয়ে	৩৬৬
স্টবাক	সুইজারল্যাণ্ড	৩০০
মিডল কাসকেড	ক্যালিফোর্নিয়া	২৭৭
গারসোপা	ভারত	২৫৩
নায়াগ্রা	যুক্তরাষ্ট্র	১৬৭

সংগঠন পরিক্রমা

হাড়িয়ারকুঠি, তারাগঞ্জ, রংপুর ১৭ই ডিসেম্বর '১৬ শনিবার : অদ্য বাদ যোহর হাড়িয়ারকুঠি **'সোনামণি মাদরাসা'** উদ্বোধন উপলক্ষে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** তারাগঞ্জ উপযেলার সভাপতি মুহাম্মাদ আকবর মণ্ডলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন **'সোনামণি'** কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা **'আন্দোলন'**-এর সভাপতি প্রফেসর মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীন ও **'সোনামণি'** কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা **'আন্দোলন'**-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ মোকছেদুর রহমান, **'যুবসংঘ'**-এর সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ, প্রচার সম্পাদক নাজমুছ ছাক্বিব, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক আবুল বাশার, দফতর সম্পাদক আব্দুন নূর ও সদর উপযেলা সভাপতি মুশফিকুর রহমান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে শহীদুল ইসলাম ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে রবীউল হাসান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অত্র যেলা **'যুবসংঘ'**-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দীন।

নন্দলালপুর, কুমারখালী, কুষ্টিয়া ২৬শে ডিসেম্বর সোমবার : অদ্য বাদ যোহর নন্দলালপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন **'সোনামণি'** কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা **'যুবসংঘ'**-এর সভাপতি ও **'সোনামণি'** উপদেষ্টা মুহাম্মাদ এনামুল হক্ব, **'সোনামণি'** পরিচালক মুস্তাকীম আহমাদ, সহ-পরিচালক জালালুদ্দীন ও রবীউল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি রুস্তম আলী ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আব্দুর রহমান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অত্র যেলা **'সোনামণি'** সহ-পরিচালক যিয়াউর রহমান।

জামনগর, বাগাতিপাড়া, নাটোর ২৩শে ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর ঘোষপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র যেলা **'সোনামণি'** পরিচালক মুহাম্মাদ রাসেলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন **'সোনামণি'** কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও সোনামণি রাজশাহী মহানগরীর পরিচালক আসাদুল্লাহ আল-গালিব। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অত্র যেলা **'সোনামণি'** সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ কামারুযযামান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ ছাব্বির হুসাইন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে লীমা খাতুন।

হেয়াতপুর মধ্যপাড়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর ৩রা জানুয়ারী মঙ্গলবার : অদ্য সকাল সাড়ে ৭টায় হেয়াতপুর মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন **'সোনামণি'** কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি শাহীনুর রহমান ও জাগরণী পরিবেশন করে গোলাম রাব্বী।

পাকুড়িয়া, মোহনপুর, রাজশাহী ৮ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর পাকুড়িয়া ফুরকানিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদরাসা পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আফযাল হুসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন **'সোনামণি'** কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও হাবীবুর রহমান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মনোয়ার হুসাইন ও জাগরণী পরিবেশন করে তুনযেরা খাতুন। অনুষ্ঠান শেষে ৭ সদস্য বিশিষ্ট

একটি শাখা পরিচালনা পরিষদ ও পৃথক পৃথক বালক-বালিকা কর্মপরিষদ গঠন করা হয়। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম।

রহনপুর, গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ২৭শে জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ যোহর রহনপুন ডাকবাংলা পাড়া যেলা কার্যালয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র যেলা **'সোনামণি'** পরিচালক মুহাম্মাদ আনোয়ার হুসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদা। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন **'সোনামণি'** কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও **'যুবসংঘ'**-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মিনারুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে অত্র যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীলগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ ছিয়াম।

যে ব্যক্তি দুনিয়ার জন্য দুনিয়া করে, সে কেবল দুনিয়া পায়, আখেরাত হারায়। যে দুনিয়ার জন্য দ্বীন করে, সে দুনিয়া-আখেরাত দু'টিই হারায়। আর যে ব্যক্তি আখেরাতের জন্য দুনিয়া করে, সে দুনিয়া ও আখেরাত দু'টিই পায়।

ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

প্রাথমিক চিকিৎসা

শরীফুল ইসলাম, ১০ম শ্রেণী
আল মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

টমেটোর উপকারিতা

টমেটো ন্যাচারাল অ্যান্টিসেপটিক। তাই ইনফেকশন রোধ করে। টমেটো একটি দৃষ্টিনন্দন শীতের সবজি। এটি একটি সুস্বাদু ও পুষ্টিসমৃদ্ধ সবজি। টমেটো আমাদের দেশে সারা বছর পাওয়া যায়। এটি যেমন কাঁচা খাওয়া যায়, ঠিক একইভাবে রান্না করে বা রান্না সুস্বাদু করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কাঁচা ও পাকা এই দুই অবস্থাতে টমেটো খাওয়া যায়। রান্না না করলে টমেটোর যে পুষ্টিগুণ থাকে, রান্না করলে সেই পুষ্টি কিছুটা কমে যায়। শরীরকে সুস্থ-সবল রাখতে টমেটোর ভূমিকার কথা নতুন নয়। সর্বাধিক উপকার পেতে টমেটো কাঁচা খাওয়ার পরামর্শই দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। তো চলুন, দেখে নেয়া যাক এর কিছু উপকারিতা।

১. ক্যানসার্ প্রতিরোধক :

ক্যানসার্ কোষ বিনষ্টকারী প্রাকৃতিক অ্যানটি-অক্সিডেনট এর প্রাকৃতিক উৎস হ'ল টমেটো। তাই ক্যান্সারের ঝুঁকি রোধে খেতে পারেন টমেটো।

২. হৃৎপিণ্ডকে শক্তিশালী করা :

টমেটোতে রয়েছে প্রচুর আঁশ, পটাশিয়াম এবং ভিটামিন- সি।

হৃদযন্ত্রকে সুস্থ রাখতে টমেটো খাওয়ার বিকল্প নেই।

৩. দেহের হাড় মযবূত করে :

টমেটোতে রয়েছে প্রচুর ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন- কে, যা দেহের হাড় মযবূত করে এবং ভাঙ্গা হাড়কে জোড়া লাগায় দ্রুততার সঙ্গে।

৪. রাতকানা রোগ নিরাময় করে :

টমেটো একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়। এতে যে ভিটামিন- এ রয়েছে, সেটা রাতকানা রোগ নিরাময় করে।

৫. চুল পড়া কমায় :

টমেটোতে যে পরিমাণ ভিটামিন- এ রয়েছে, সেটা আমাদের চুল পড়া কমায় এবং চুলকে মযবূত করে।

৬. কিডনিতে পাথর জমা রোধ করে :

যাদের কিডনিতে সমস্যা রয়েছে, তারা আজ থেকেই খাদ্যতালিকায় টমেটো রাখবেন। কারণ হ'ল, টমেটো কিডনিতে পাথর জমতে দেয় না।

৭. ওযন কমায় টমেটো :

যাদের স্থূলতা নিয়ে চিন্তা, তারা এই প্রাকৃতিক খাদ্য গ্রহণ করতে পারেন। টমেটো আমাদের দেহের অতিরিক্ত চর্বি দূর করে এবং দেহে অতিরিক্ত মেদ জমতে দেয় না।

৮. বাতের ব্যথা দূর করে :

যাদের বাতের ব্যথা প্রচণ্ড, তারা টমেটো খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করবেন, কারণ এটি বাতের ব্যথা অনেকাংশে দূর করতে সক্ষম।

৯. প্রোস্টেট ক্যানসার্ প্রতিরোধ :

টমেটোতে প্রচুর পরিমাণে বেটা-ক্যারোটিন উপাদান আছে, যা পুরুষদের প্রোস্টেট ক্যানসার্ প্রতিরোধে কার্যকরী সাহায্য করে। তাই যাদের প্রোস্টেট গ্রন্থিতে সমস্যা আছে, তারা টমেটোকে উপকারী উপাদান হিসেবে খাদ্য তালিকায় রাখতে পারেন।

১০. ত্বকের সুরক্ষায় :

আমাদের দেহের ত্বককে ক্ষতিকর সূর্যরশ্মি, তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে রক্ষা করতে পারে এই টমেটো। আর আমরাও পেতে পারি সুন্দর ত্বক।

১১. ফুসফুস ও যকৃতের ক্যানসার্ প্রতিরোধক :

টমেটোতে উচ্চমাত্রার আঁশ এবং প্রোটিন থাকে, যা ফুসফুস এবং যকৃতের ক্যানসার্ এর ঝুঁকি কমায়।

১২. উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে :

যাদের উচ্চরক্তচাপের সমস্যা আছে, তাদের জন্য টমেটো অনেক বেশী ফলদায়ক।

১৩. ডায়াবেটিক নিয়ন্ত্রণে টমেটো :

গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, প্রতিদিন ২৫ গ্রাম টমেটো খেলে ডায়াবেটিক নিয়ন্ত্রণ করাটা অনেক বেশী সহজ হয়ে যায়। পুরুষদের জন্য ২৫ গ্রাম এবং নারীদের জন্য ৩৫ গ্রাম টমেটো

ফলপ্রসূ। চমৎকার ভাবে দেহের বাড়তি সুগার নিয়ন্ত্রণে রাখে এই টমেটো।

১৪. পানিশূন্যতা রোধে টমেটো :

দেহের পানিশূন্যতা রোধের জন্য টমেটো হচ্ছে প্রাকৃতিক ঔষধের মত। দেহে শক্তি যোগায় এই টমেটো।

এছাড়া ক্যালরিতে ভরপুর এই সবজিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-সি। ঠাণ্ডাজনিত ঘা ভাল করে। যে কোনো চর্মরোগ, বিশেষত স্কার্ভি রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ঠাণ্ডায় হাত, বিশেষত পায়ের গোড়ালি ফেটে যায়। ভিটামিন-সি এই ফেটে যাওয়া রোধ করে। টমেটোর ভিটামিন-এ শরীরের মাংসপেশিকে করে মযবূত, দেহের ক্ষয় রোধ করে, দাঁতের গোড়াকে করে আরও শক্তিশালী, চোখের পুষ্টি জোগায়। তাই খাবারের প্লেটে রাখুন টমেটো।

ভুল সংশোধনী

২১তম সংখ্যা জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০১৬ পৃঃ ৪

কুরআনের আলো বিভাগে **'আল্লাহ্র পথে দাওয়াত'** শিরোনামে আয়াতটি ভুল ছিল, শুদ্ধ আয়াত হচ্ছে

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

[অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলে জন্য আমরা দুঃখিত-সম্পাদক]

সোনামণির ১০টি গুণাবলী

- জামা'আতের সাথে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা।
- পিতা-মাতা, শিক্ষক-মুরব্বী, পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়া ও মুছাফাহা করা এবং মুসলিম-অমুসলিম সকলের সাথে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করা।
- ছোটদের স্নেহ করা ও বড়দের সম্মান করা। সদা সত্য কথা বলা। সর্বদা ওয়াদা পালন করা ও আমানত রক্ষা করা।
- মিসওয়াক সহ ওযূ করে ঘুমানো ও ঘুম থেকে উঠে ভালভাবে মিসওয়াক সহ ওযূ করা এবং প্রত্যহ সকালে উন্মুক্ত বায়ু সেবন ও হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান হওয়া।
- নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করা এবং দৈনিক কিছু সময় কুরআন-হাদীছ ও ইসলামী সাহিত্য পাঠ করা।
- সেবা, ভালবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলা।
- বৃথা তর্ক, ঝগড়া-মারামারি এবং রেডিও-টিভির বাজে অনুষ্ঠান ও অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলা।
- আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করা।
- সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপরে ভরসা করা এবং যে কোন শুভ কাজ 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করা ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করা।
- দৈনিক বাদ ফজর কমপক্ষে ১৫ মিনিট কুরআন তেলাওয়াত ও দ্বীনিয়াত শিক্ষা করা।

Contents

ভাষাশিক্ষা

সংগ্রহে : যয়নুল আবেদীন
এম.এ. (আরবী) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

পোশাক ও অলংকার

দুল - قُرْطٌ - Ear-ring (ইয়ার-রিং)

নথ - خَاتَمُ الأَنْفِ - Nose-ring (নৌস-রিং)

মুকুট - تَاجٌ - Crown (ক্রাউন)

মোজা - خُفٌّ- Stoking (স্টকিং)

রুমাল - مِنْدِيْلٌ - Handkerchief (হ্যাণ্ডকারচীফ)

তোশক - حَشِيَّةٌ - Matterss (ম্যাট্রিস)

লেপ - لِحَافٌ – Quilt (কুইলট)

লুঙ্গি - إِزَارٌ - Lungi (লুঙ্গী)

শাড়ী - سَارِيٌ - Sari (সারি)

শেমিজ - قَمِيْصٌ تَحْتَانِيٌ - Chemise (শিমীজ)

সোয়েটার- مُعَرِّقَةٌ - Sweater (সোয়েইটার)

সোফা -مَقْعَدٌ- Sofa (সৌফা)

সুচ -إِبْرَةٌ -needle (নীড্‌ল)

সুটকেস -حَقِيْبَةُ السَّفَرِ- Suitcase (সুট্‌কেইস)

স্যাণ্ডেল - صَنْدَلٌ - Sandal (স্যাণ্ডেইল)

হাতঘড়ি - سَاعَةُ الْيَدِ - Wrist watch (রিস্টওয়াচ)

হাত মোজা - قُفَّازٌ – Gloves (গ্লৌভ্‌স)

হার - عِقْدٌ - Necklace (নেকলেইস)

হ্যাঙ্গার - عَلَّاقَةٌ - Hanger (হ্যাংগার)

হুক –كُلَّابٌ - hook (হূক)

কুইজ

১. কোন দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না?
উ:..
....

২. সদ্য ভূমিষ্ট সন্তানের নিকট আযান দেয়া যাবে কি?
উ:..

৩. প্রকৃত ইয়াতীম কে?
উ:..
....
....

৪. যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ভাইয়ের ইজ্জত রক্ষা করবে আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামতের দিন কী করবেন?
উ:..
....

৫. মূসা (আঃ)-এর সফর সঙ্গীর নাম কী?
উ:..

৬. ইয়াতীম পালকারী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন দু'টি আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করেছেন?
উ:..

৭. আল্লাহ্‌র জ্ঞানের তুলনায় মূসা ও খিযির (আঃ)-এর জ্ঞান কতটুকু?
উ:..
....
....

৮. এবারের তাবলীগী ইজতেমা কততম?
উ:..

৯. হৃৎপিণ্ডকে শক্তিশালী করতে টমেটোতে কী রয়েছে?
উ:..
....
....

এ অংশটি কেটে পাঠাতে হবে।

❑ কুইজপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ : আগামী ১৫ এপ্রিল ২০১৭।

গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর

১. স্রেফ দুনিয়া উপার্জন ২. নৈতিক ও বৈষয়িক জ্ঞানের সমন্বিত শিক্ষা ৩. প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে ৪. ৪০দিন ছালাত কবুল হবেনা ৫. উত্তম চরিত্র ৬. মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার নামান্তর ৭. সত্তর হাযার ৮. যখন হাই আসে ৯. নিশ্চিন্ত বিশ্বাস যা ভীতির বিপরীত ১০. বুলারাটিতে ১১. এটি নওগাঁ যেলার বদলগাছি থানায় অবস্থিত।

গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ীদের নাম :

১ম স্থান : মুহাম্মাদ রায়হান আলী
জামনগর ডিগ্রী কলেজ, জামনগর, বাগাতিপাড়া, নাটোর।

২য় স্থান : মুছাদ্দেক হোসন
৬ষ্ঠ শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী,নওদাপাড়া,রাজশাহী।

৩য় স্থান : শিহাবুদ্দীন, ৪র্থ শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক
দ্বি-মাসিক সোনামণি প্রতিভা
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল নং : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩
০১৭২৬-৩২৫০২৯

নাম : .....
প্রতিষ্ঠান : .....
..... শ্রেণী : .....
ঠিকানা : .....
.....
মোবাইল : .....

ম্যাজিক ওয়ার্ড

হালীমা, ৭ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

Anger- রাগ + Rug (রাগ) = কম্বল
All- সব + Sob (সব) = ফোঁপন
Beating- মার + Mar (মার) = নষ্ট করা
Bean- শিম + Seem (সীম) = বোধ হওয়া
Colour- রং + Wrong (রং) = ভুল
Dead- লাশ + Lush (লাশ) = রসাল
Egg- ডিম + Dim (ডিম) = ঝাপসা
Excuse - মাফ + Muff (মাফ) = ব্যর্থতা
Fold- ভাঁজ + Vase (ভাজ) = অলংকৃত
Flood- বান + ban (বান) = খোপা
Four- চার + Char (চার) = পুড়িয়ে কালো করা
Garden- বাগ + Bug (বাগ) = ছারপোকা
Hair- লোম + Loam (লোম) = দোআঁশ মাটি
Kite- চিল + Chill (চিল) = যে ঠাণ্ডায় কাঁপুনী ধরে
Jump- লাফ + Laugh (লাফ) = হাসা
Lentle- ডাল + Dull (ডাল) = নির্বোধ
Market- হাট + Hut (হাট) = কঁড়ে ঘর
My- মোর + More (মোর) = অধিক
Necklace- হার + Her (হার) = তার
Pen - কলম + Culm (কলম) = কয়লার নুড়ি
Profit - লাভ + Love (লাভ) = ভালবাসা
Revile - গাল + Gull (গাল) = চাতুরী

[কয়েকটি শব্দে বানান ভুল থাকার কারণে পুনরায় ছাপানো হ'ল।]